## শোকপ্রকাশ

শুটার যশপাল রানার অকাল মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন, স্বর্ণপদকজয়ী যশপাল মনু ভাকেরের অলিম্পিক পদকের কারিগর

# জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল


## আসছে ঝড়-বৃষ্টি

রাজ্যের উত্তরে বর্ষা ঢুকেছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সঙ্গে ভ্যাপসা গরমের হাত থেকে নিস্তার নেই। দক্ষিণের বিস্তীর্ণ অংশে রয়েছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস। দু-তিন দিনের মধ্যেই বর্ষা প্রবেশ করতে পারে


e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in


## অসমে বায়ুসেনার বিমান দুর্ঘটনা, মৃত ৫ জওয়ান

## ওমান উপসাগরে ফের ভারতীয় জাহাজে হামলা মার্কিন সেনার

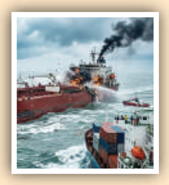


বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৩ • ১৪ জুন, ২০২৬ • ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ • রবিবার • দাম - ৪ টাকা • ২০ পাতা • Vol. 22, Issue - 13 • JAGO BANGLA • SUNDAY • 14 JUNE, 2026 • 20 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA


# বিজেপির বাংলায় ফের ‘লজ্জা’র গণধর্ষণ

**সংবাদদাতা, হাড়োয়া :** নারী সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলার ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। কিন্তু এত প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসের পরও রোখা যাচ্ছে না বেপরোয়া ধর্ষকদের। প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে ধর্ষণের খবর। দুর্গাপুর, দিনহাটা, রায়গঞ্জ, নদিয়া, বেহালার সরশুনায় ধর্ষণের ঘটনায় এরই মধ্যে বারবার উত্তপ্ত হয়েছে রাজ্য। এই আবহে এবার সামনে এল উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ায় গণধর্ষণ। ঘটনায় অভিযুক্ত চারজনের মধ্যে দু'জনকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও বাকি দু'জন এখনও অধরা। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে

নেমেছে পুলিশ। শুক্রবার রাতে বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানা এলাকার ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর পঁয়ত্রিশের এক যুবতীর উপর পাশবিক অত্যাচার চালায় অভিযুক্তরা। ঘটনার জেরে আপাতত গুরুতর

## কোথায় বুদ্ধিজীবীরা? কোথায় প্রতিবাদীরা?

অসুস্থ ওই যুবতী। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে বাপের বাড়িতে থাকতেন ওই যুবতী। শুক্রবার রাতে বাড়িতে একাই ছিলেন তিনি। সেই সুযোগে এলাকারই চার যুবক বাড়িতে ঢুকে গণধর্ষণ করে যুবতীকে। ঘটনার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়লে নির্যাতিতা তাঁর পরিবারকে গোটা ঘটনা জানান। পরিবারের সদস্যরা হাড়োয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ওই রাতেই সঞ্জীব কাহার এবং খোকন কাহার নামে দু'জনকে গ্রেফতার করে। আরও দুই অভিযুক্ত রাজু কাহার ও আরও এক যুবক পলাতক। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ইতিমধ্যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা দায়ের করে গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানা। ধৃতদের শনিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

## দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

### সোনার বাংলা

আমি ভালোবাসি বাংলার মাটি,<br>
এ মাটি পবিত্র, এ মাটি সোনার মাটি

এই মাটিতেই জন্ম নিল রবীন্দ্র-নজরুল,<br>
একই বৃন্তে দুটো পুষ্প, আলোকময় যে ফুল।

এই বাংলায় জন্ম হল প্রকৃত সভ্যতার,<br>
নবজাগরণে জাগ্রত হল নূতন সংস্কার।

সভ্যতার এই পীঠস্থানে আমরা জ্বালাব দীপ,<br>
নূতন করে বাংলায় জ্বলুক সভ্যতার প্রদীপ।

মায়ের মঙ্গলশঙ্খ বাজুক বাংলার ঘরে ঘরে,<br>
নূতন প্রজন্ম হাল ধরো আজ ভারতের দরবারে।

এই মাটিতেই গড়ব মোরা উন্নয়নের ঘাঁটি,<br>
আমাদের এই বাংলা হোক সোনার চেয়েও খাঁটি।

# অভিষেকের বাড়িতে প্রতিহিংসার তল্লাশি

**প্রতিবেদন :** ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বদলা নয় বদল চাই। কিন্তু বিজেপি সেসব রাজনৈতিক সৌজন্যে বিশ্বাসী নয়। এরা বোঝে

## ছুটে গেলেন নেত্রী

শুধুই প্রতিহিংসার রাজনীতি। তা না হলে রাত ৩টের সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তল্লাশিতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠায়! তাও আবার তাঁর সচিবের খোঁজে! এমনিতেই একাধিক মামলায় লাগাতার কখনও সিআইডি আবার কখনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নোটিশ— বাড়িতে হানা চলছেই!

অভিষেকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারই মাঝে শনিবার ভোর-রাতে অভিষেকের কালীঘাটের পট্টয়াপাড়ার বাড়িতে চালানো হল তল্লাশি। যদিও সিআইডির মতো এদিনও শালবনি থানার পুলিশকে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে। জানা গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক (এরপর ১০ পাতায়)

## রেড রোডে কর্মসূচি নিয়ে বিজেপির দ্বিচারিতা

# ইদের নামাজে আপত্তি যোগ দিবসে ছাড় কেন

**প্রতিবেদন :** বিজেপির ভাঁওতা আর দ্বিচারিতার তালিকা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। নির্বাচনের আগে এক পরে আর-এক। একই অঙ্গে বিজেপির যে এত রূপ হবে তা কে জানত!

রাস্তা আটকে কোনওরকম কর্মসূচি তা সে ধর্মীয় হোক কিংবা অন্য কোনও কর্মসূচি আয়োজন করার ক্ষেত্রে বিজেপি সরকারের নিজেদের ঘোষিত নীতিই এবার প্রশ্নের মুখে! এ-ব্যাপারে সরকার মুখে যা বলছে সেটাই ঠিক? নাকি অনুষ্ঠানের ধরন ও অংশগ্রহণকারীদের সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিচয় অনুযায়ী সরকারের অবস্থান বদলে যায়? আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠান ঘিরে সেই প্রশ্নই নতুন করে সামনে চলে এসেছে।

মাত্র কয়েকদিন আগেই প্রশাসনের তরফে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, রেড রোডে বৃহৎ জমায়েত হলে যান-চলাচল ব্যাহত হবে, সাধারণ মানুষের অসুবিধা হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ সড়ক দীর্ঘক্ষণ বন্ধ রাখা সম্ভব নয়। সেই যুক্তি দেখিয়েই কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ইদের নামাজকে রেড রোড থেকে সরিয়ে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। সরকারের বক্তব্য ছিল, জনস্বার্থ এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। কিন্তু সেই একই সরকার এখন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে রেড রোডেই প্রায় ৩০ হাজার মানুষের জমায়েতের আয়োজন করছে। শুধু তাই নয়, ভোর থেকে কয়েক ঘণ্টা ধরে চলবে অনুষ্ঠান, থাকবে নিরাপত্তার কড়াকড়ি, যান নিয়ন্ত্রণ এবং বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা। (এরপর ৬ পাতায়)

## উচ্ছেদে বিদ্রোহ

■ হকার উচ্ছেদ নিয়ে বিজেপি সরকারের ভিতরেই এবার বিদ্রোহ শুরু। শুরু হল বসিরহাট থেকে। বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে মুখ খুলেছেন। দলের নীতির উল্টোপথে হেঁটে তাঁর দাবি, এভাবে চটজলদি কিছু করা ঠিক হবে না। হকারদের সময় দিতে হবে। তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। (বিস্তারিত ভিতরে)

# ৪ হাজার শ্রমিকের মুখের গ্রাস কাড়ল বিজেপি

**প্রতিবেদন :** বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে না আসতেই তালা ঝুলে গেল নৈহাটি জুটমিলে। ৪ হাজারের বেশি কর্মীর মুখের গ্রাস এক লহমায় কেড়ে নিল বিজেপি। উত্তর ২৪ পরগনার অন্যতম প্রাচীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের গেটে ঝুলে গেল সাসপেনশন অব ওয়ার্কের নোটিশ। অনিশ্চয়তায় শ্রমিক পরিবারগুলির ভবিষ্যৎ। নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার আগে ও পরে নানা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু কোনও প্রতিশ্রুতিই এখনও রক্ষা করতে পারেননি। নতুন কর্মসংস্থানের গালভরা প্রতিশ্রুতির মাঝেই পুরনো

শিল্পে তালা পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই উঠছে একাধিক প্রশ্ন। রাজ্যে একটিও নতুন কারখানার দিশা এখনও দেখাতে পারেনি সরকার। তার আগেই বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি ঢুকে পড়েছে শিল্পক্ষেত্রে। নৈহাটি জুটমিলে তালা

## নৈহাটি জুটমিলে তালা

পড়ার ঘটনায় শ্রমিক সংগঠন মজদুর সংঘের মাঠে নেমে পড়াকেও দায়ী করছেন কাজ হারানো শ্রমিকরা। নৈহাটি জুটমিলে কাজ বন্ধের জন্য দায়ী করা হয়েছে কাঁচা পাটের জোগানে ঘাটতি, বাজারে অস্বাভাবিক (এরপর ১০ পাতায়)

# নারী-নির্যাতন, অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে : নেত্রী

**প্রতিবেদন :** শনিবার তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক হয়। সেই বৈঠক থেকে নেত্রীর বার্তা, লড়াই চলছে।

## নতুন দায়িত্ব

লড়াই চলবে। একদিকে কেন্দ্রের অপশাসন, অন্যদিকে গরিবের জীবন-জীবিকাকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বিজেপি সরকার। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতি, লাগাতার নারী-নির্যাতন, পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ-সহ মাত্র এক মাসের মধ্যে একাধিক সিদ্ধান্তে মানুষ রুষ্ট। (এরপর ৬ পাতায়)

# নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল



## তারিখ অভিধান

**১৯৪৬ সুব্রত মুখোপাধ্যায়** (১৯৪৬-২০২১)

বজবজের সারেঙ্গাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। কলকাতা পুরসভার মেয়র পদের দায়িত্ব সামলেছেন। রাজনীতির বর্ণময় চরিত্র। ইন্দিরা গান্ধীর প্রিয়, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির স্নেহধন্য, সোমেন মিত্রের সতীর্থ এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা ছিলেন।

**১৯১৭ বিনয় ঘোষ** (১৯১৭-১৯৮০)

জন্মগ্রহণ করেন। সমাজবিজ্ঞানী, সাহিত্য সমালোচক, সাহিত্যিক, লোকসংস্কৃতি সাধক, চিন্তাবিদ ও গবেষক। ইতিহাস ও রাজনীতি সম্পর্কিত পর্যালোচনায় বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর রচনায় উনবিংশ শতকের বাংলা ও বাংলার নবজাগরণের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি 'সোভিয়েত সভ্যতা' ও বাংলার সাহিত্যসম্ভারকে পুষ্ট করেছে। কলকাতাকে ইতিহাসের আলোকে নতুন রূপ দিয়ে, নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে তুলে ধরেছেন। ছদ্মনাম ছিল কালপেঁচা।

**২০২০ সুশান্ত সিং রাজপুতকে** (১৯৮৬-২০২০)

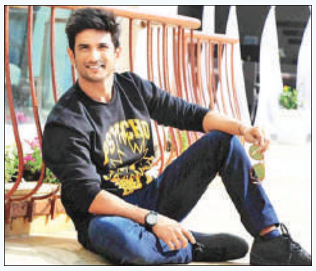

এদিন মুম্বইয়ের বান্দ্রাতে তাঁর বাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। বলিউডের অভিনেতা। 'কাই পো চে!'-তে ঈশান ভট্ট চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্রজগতে প্রবেশ। ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনির জীবনী নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র 'এম এস ধোনি : দ্য আনটোল্ড স্টোরি'-তে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ২০১৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'কেদারনাথ' এবং ২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ছিছোড়ে'র মতো চলচ্চিত্রে অভিনয় করে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

**১৯৪৬ জন বেয়ার্ড** (১৮৮৮-১৯৪৬)

এদিন পরলোক গমন করেন। স্কটিশ ইঞ্জিনিয়ার। টেলিভিশনের আবিষ্কর্তা। ২৬ জানুয়ারি, ১৯২৬-এ তিনি বিশ্ববাসীর সামনে তাঁর আবিষ্কারটি হাজির করেন।

**১৯২৮ চে গেভারা** (১৯২৮-১৯৬৭)

এদিন জন্মগ্রহণ করেন। আর্জেন্টিনীয় মার্কসবাদী, বিপ্লবী, চিকিৎসক, লেখক, বুদ্ধিজীবী, গেরিলা নেতা, কূটনীতিবিদ, সামরিক তত্ত্ববিদ এবং কিউবার বিপ্লবের প্রধান ব্যক্তিত্ব। প্রকৃত নাম এর্নেস্তো গেভারা দে লা সের্না। ছাত্রাবস্থায় মোটরসাইকেলে লাতিন আমেরিকা ভ্রমণকালে সেখানকার দারিদ্র তাঁকে ভীষণ ভাবে নাড়িয়ে দেয়। তাঁর তরুণ মনের জন্য একচেটিয়া পুঁজিবাদকে দায়ী করে। তারপর ফিদেল কাস্ত্রোর সংস্পর্শে এসে কিউবার বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। কিউবার অত্যাচারী বাতিস্তা সরকারের সঙ্গে প্রায় দু'বছরের সংগ্রামের পর সেই সরকারের পতন হয়। ১৯৬১ সালে ফিদেল কাস্ত্রো চে গেভারাকে শিল্পমন্ত্রী করেন। কিউবার রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিভিন্ন দেশে যান। ১৯৬৫ সালে কাস্ত্রো জানান, কিউবা ছেড়েছেন চে। ক্ষমতার আস্ফালন দেখানোর ব্যাপারে পুঁজিবাদী আমেরিকা বা সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া, চিন— সবারই নীতি এক। রাজনৈতিক দলমতনির্বিশেষে ক্ষমতা ছাড়তে সবারই আপত্তি সমান। এইখানেই চে স্বতন্ত্র। ১৯৬৫ সালে কিউবা ত্যাগ করে তিনি আফ্রিকার কঙ্গোয় যান বিপ্লব সংগঠনের উদ্দেশ্যে। তার পর বলিভিয়া। সিআইএ-র সাহায্যপুষ্ট বলিভিয়ার সেনার হাতে চে বন্দি ও নিহত হন ১৯৬৭ সালে।

**১৮১১ হ্যারিয়েট এলিজাবেথ বিচার স্টো** (১৮১১-১৮৯৬)

আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেন। লেখিকা এবং দাসপ্রথা বিলোপ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। আফ্রিকান-মার্কিনদের দাসত্বের দুরবস্থা নিয়ে রচিত 'আঙ্কল টমস্ কেবিন' বইয়ের লেখিকা হিসাবে সুপরিচিত।

**২০০৪ বিশ্ব রক্তদান দিবস** প্রথম পালিত হয়। স্বেচ্ছায় ও বিনামূল্যে রক্তদানকারী আড়ালে থাকা সেসব মানুষের উদ্দেশে, এসব অজানা বীরের উদ্দেশে, উৎসর্গীকৃত এই বিশেষ দিন। এদিন জন্ম হয়েছিল বিজ্ঞানী কার্ল লান্ডস্টাইনারের। এই নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছিলেন রক্তের গ্রুপ 'এ, বি, ও, এবি'। সেজন্যই এই দিনটিকে বিশ্ব রক্তদান দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

## বিশ্বকাপ জ্বর

ফুটবল বিশ্বকাপের উন্মাদনায় মেতে উঠেছে কলকাতা। সেই আবহেই শহরের তুহিন মুখোপাধ্যায় মোম দিয়ে তৈরি করলেন ফুটবল বিশ্বকাপ ট্রফি ও ফুটবলের অনন্য প্রতিরূপ। বিশ্বকাপ জ্বরের মধ্যেই তাঁর এই সৃজনশীল উদ্যোগ নজর কাড়ছে ফুটবলপ্রেমীদের।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

## শব্দবাংলা-১৭৩২

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ■ | ■ | ২ | | ৩ | | ৪ |
| ৫ | | | | ■ | | ■ | |
| | ■ | ■ | ৬ | | | ■ | |
| ৭ | | ৮ | | ■ | | ■ | ■ |
| ■ | ■ | | ■ | ৯ | | | ১০ |
| ১১ | ■ | ১২ | | | ■ | ■ | |
| | ■ | | ■ | ১৩ | | | |
| ১৪ | | | | | ■ | ■ | |

**পাশাপাশি :** ২. যে উনুন এক জায়গা থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যায় ৫. বাদসাদ ৬. স্ত্রী, নারী ৭. কথার হওয়া অনুচিত ৯. বিহুল ১২. উচ্ছিষ্ট, ভুক্তাবিশিষ্ট ১৩. গুপ্তি ১৪. গাজি সম্বন্ধীয় ছবি যা দেখিয়ে ফকিররা গান করে বেড়ায়।

**উপর-নিচ :** ১. প্রিয় বাছা ২. উদ্যোগ, আয়োজন ৩. গোঁড় ৪. চাকা—কি কোনও কাজ চলে ৮. পর্বতবিশেষ ৯. রাশি রাশি খাদ্য বিতরণের উৎসব ১০. মুনি ১১. হলুদ, হরিদ্রা।

■ শুভজ্যোতি রায়

**সমাধান ১৭৩১ : পাশাপাশি :** ১. জ্বলুনি ৩. বিমোচিত ৫. দিনে তারা দেখা ৭. লেখিত ৮. কালচে ১০.স্মরণমন্দির ১২. ব্যবহার ১৩. নন্দনা। **উপর-নিচ :** ১. জলজ্বলে ২. নিবেদিত প্রাণ ৩. বিচেতা ৪. তনখা ৬. রাধিকারঞ্জন ৯. চেনাশোনা ১০. স্মর্তব্য ১১. মর্মর।

## ১৩ জুন কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ১৪৮৭০০ |
| গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ১৪৯৪৫০ |
| হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ১৪২০৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি), | ২৪৭৭৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি), | ২৪৭৮৫০ |

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

## মুদ্রার দর (টাকায়)

| মুদ্রা | ক্রয় | বিক্রয় |
|---|---|---|
| ডলার | ৯৫.৪৯ | ৯৩.২৪ |
| ইউরো | ১১০.৪০ | ১০৭.৮৫ |
| পাউন্ড | ১২৭.৯৩ | ১২৫.০২ |

## নজরকাড়া ইনস্টা

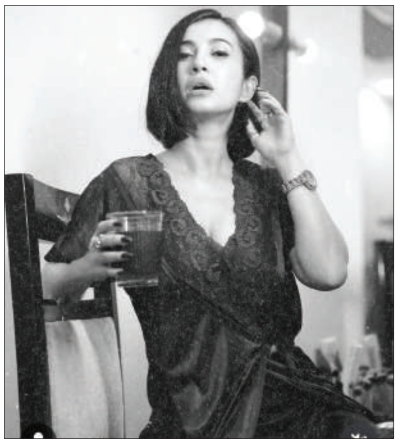

■ মনামী ঘোষ

■ রাইমা সেন

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

14 June, 2026 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৪ জুন ২০২৬
রবিবার

# অমানবিক প্রশাসন! হগ মার্কেটেও দেদার উচ্ছেদ অভিযান

# হকারদের জীবন-জীবিকায় বুলডোজার চালাল বিজেপি

**প্রতিবেদন :** পরিবর্তনের নামে রাজ্যে এসেছে চূড়ান্ত প্রতিহিংসা-পরায়ণ অমানবিক বিজেপির বুলডোজার সরকার। গরিব-বিরোধী এই বড়লোকেদের সরকার ৪ মে থেকেই বাংলায় বুলডোজার সংস্কৃতির আমদানি করেছে। বিভিন্ন স্টেশন চত্বর থেকে রাস্তাঘাটে চলছে ভাঙচুর, উচ্ছেদ অভিযান। গত একমাস ধরে রাজ্য জুড়ে এই হকার-উচ্ছেদের নামে গরিব মানুষের পেটে লাথি মেরেছে শুভেন্দু অধিকারীর পদ্ম-প্রশাসন। বিকল্প পুনর্বাসন ছাড়াই শিয়ালদহ, হাওড়া, দমদম-সহ বিভিন্ন স্টেশন চত্বরে বুলডোজার চালিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শয়ে শয়ে খুচরো ব্যবসায়ীর দোকানপাট। একরাতের সরকারি অভিযানে কার্যত ভিক্ষার থালা হাতে হকারদের পথে বসিয়েছে অমানবিক বিজেপি সরকার। শনিবার সকালেও ধর্মতলায় নিউ মার্কেটের পিছনে উচ্ছেদ-অভিযান চালায় কলকাতা পুরসভা। গায়ের জোরে তুলে দেওয়া হয় সকালের অস্থায়ী কাঁচামালের বাজার।

শুক্রবারই নিউটাউনের এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিউমার্কেট ও খিদিরপুরের হকারদের উচ্ছেদ-হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরে বলেছিলেন, হকাররা নিজে থেকেই সরে যান! পরে তাঁদের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করা হবে। না হলেই কড়া ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন! শুভেন্দুর সেই হুঁশিয়ারির ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই হগ মার্কেটে গড়াল বুলডোজারের চাকা। শনিবার সকালে পুর-আধিকারিকরা এস এস হগ মার্কেটের পিছনে অস্থায়ী বাজারে উচ্ছেদ-অভিযান চালান। গায়ের জোরে বুলডোজারের দাপটে চোখের নিমেষে তছনছ করে দেওয়া শাক-সবজি থেকে মাছ-মাংসের অস্থায়ী বাজার। সর্বহারা ব্যবসায়ীরা কোনওরকমে কিছু জিনিসপত্র বাঁচানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন! উচ্ছেদের প্রতিবাদে ওই এলাকার সাধারণ মানুষ ও অন্যান্য ব্যবসায়ী তীব্র বিক্ষোভ দেখান। কিন্তু খবর পেয়েই নিউমার্কেট থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

## উচ্ছেদ-অভিযান বিদ্রোহ শুরু বিজেপির অন্দরেই

**সংবাদদাতা, বসিরহাট :** রাজ্যে পালাবদলের পর শুরু হয়েছে দেদার হকার উচ্ছেদ। রাস্তা থেকে ফুটপাথ দখলদারমুক্ত করার নামে লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষে পেটে লাথি মারছে বিজেপি সরকার। বাদ যাচ্ছে না রেলও। রেল স্টেশন ও জমি থেকে চলছে হকার উচ্ছেদ। কোনও পুনর্বাসন ছাড়াই শুধুমাত্র গায়ের জোরে তোলা হচ্ছে হকারদের। এই উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে এবার খোদ বিজেপির অন্দরেই বিদ্রোহ। যার শুরুটা হল বসিরহাট থেকে। বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য এবার মুখ খুলেছেন উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে। দলের নীতির উল্টোপথে হেঁটে তাঁর দাবি, এভাবে চটজলদি কিছু করা ঠিক হবে না। হকারদের সময় দিতে হবে। তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। এই দাবি তিনি রেলমন্ত্রকের কাছেও জানিয়েছেন।

রাজ্য জুড়ে দেদার হকার উচ্ছেদের ফলে রুটি, রুজি হারাচ্ছেন গরিব মানুষ। তৃণমূল কংগ্রেস আগাগোড়া এর বিরোধিতা করেছে। এবার স্থানীয়দের চাপে পড়ে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে বাধ্য হলেন নিচুতলার বিজেপি নেতৃত্বও। এবার সেই বিরোধিতার সুর শোনা গেল বিজেপির অন্দর থেকেও। রেল হকারদের উচ্ছেদ নিয়ে ডাবল-ইঞ্জিন সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সরব হলেন বসিরহাটের বিজেপি নেতৃত্ব।

হকার উচ্ছেদ নিয়ে আপাতত রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস এর বিরোধিতা করে ইতিমধ্যে পথে নেমেছে। পথে নেমেছেন খোদ তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের বিরুদ্ধে হকারদের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। এই আবহে এবার দলের সিদ্ধান্তের উল্টো পথে হেঁটে হকারদেরই পাশে দাঁড়ালেন বসিরহাটের বিজেপি নেতৃত্ব। ভ্যাবলা, বসিরহাট, হাসনাবাদ-সহ বিভিন্ন স্টেশনে কয়েক হাজার হকারের জীবন-জীবিকা চলে হকারি করে। তাদেরকে বিকল্প ব্যবস্থা করার সময় দেওয়ারও আবেদন জানান তিনি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

## শেষ অধ্যায় নয়

বাংলায় প্রতিহিংসার রাজনীতির নতুন অভিধান লিখতে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। ৪ মে নির্বাচনের ফল প্রকাশ এবং ৯ মে সরকারের শপথ। এরপর থেকে সরকার ঘোষণা করেছে কিছু কর্মসূচি। যে কর্মসূচির অধিকাংশই হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্রেইনচাইল্ড। বিজেপি যেটা করতে অভ্যস্ত সেটাই এক্ষেত্রে করেছে। নামগুলি খালি পরিবর্তন করেছে। মস্তিষ্ক থেকে অন্য কিছু বের হচ্ছে না। কারণ, গোটা বিজেপি টিমটার একটাই টার্গেট, তা হল প্রতিহিংসা। অর্থ, ক্ষমতা, রাষ্ট্রীয় শক্তি দিয়ে দল ভাঙানো। তাতে যদি লাভ না হয় তাহলে বাড়িতে পাঠানো হচ্ছে সিআইডি, পুলিশ, সিবিআই, ইডি, ইনকাম ট্যাক্স। এলাকায় এলাকায় তৃণমূল স্তরের নেতা কাউন্সিলরদের গ্রেফতার করতে ৫ বছর, ৭ বছর, এমনকী ১২ বছর আগেকার ‘পাতি’ অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করে নেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ করলেই গ্রেফতার করতে হবে, এটা সংবিধানের কোন ধারায় লেখা রয়েছে! প্রশ্ন হচ্ছে, আজকের বিজেপির অন্তত ১০০০ নেতার বিরুদ্ধে অসংখ্য এফআইআর রয়েছে। তাহলে তাঁদের কেন গ্রেফতার করা হবে না? এটা হচ্ছে প্রকৃত প্রতিহিংসার রাজনীতি। নতুন মুখ্যমন্ত্রী এই রাজনীতিতেই বিশ্বাস করেন। তিনিও জানেন এই রাজনীতিকে পাথেয় করে আগের সরকার যদি আইনি ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করত তাহলে বিজেপির একজন নেতাও থানার বাইরে থাকতেন না। বিজেপির গণতন্ত্রের বুলি নেহাতই সোনার পাথর বাটি। আর যা-ই হোক বাংলায় গণতন্ত্রের কথা বলবেন না বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা। যদি ভেবে থাকেন, এটাই গল্পের শেষ অধ্যায়, তাহলে মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

e-mail থেকে চিঠি

## নাম বদলালেই কি বদলে যাবে ইতিহাস?

রাজনীতিতে বিরোধিতা থাকতেই পারে। গণতন্ত্রে মতের অমিল স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিহাসকে অস্বীকার করার চেষ্টা করলে প্রশ্ন উঠবেই— নাম পরিবর্তন করলেই কি কোনো স্থানের সৃষ্টি, সংগ্রাম বা অবদান মুছে ফেলা যায়? আজ বলা হচ্ছে ‘ধাম’ শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না। ওড়িশা সরকারের আপত্তির কারণে নাকি সেই শব্দ প্রত্যাহার করতে হবে! কিন্তু প্রশ্ন হলো, অন্যায় দাবি যদি একবার মেনে নেওয়া হয়, তাহলে তার শেষ কোথায়?

একসময় রসগোল্লা নিয়েও একই দাবি তোলা হয়েছিল। ইতিহাস, নথি, সংস্কৃতি— সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে বলা হয়েছিল, রসগোল্লার জন্মভূমি নাকি শুধুই ওড়িশা। তাহলে কি সেই অন্যায় দাবিও নিঃশর্তভাবে মেনে নিতে হবে? আগামী দিনে যদি বলা হয় বাংলার আরও কোনও ঐতিহ্যের উপর তাদের একচেটিয়া অধিকার, সেক্ষেত্রেও কি মাথা নত করে ‘জি হুজুর’ বলতে হবে?

আপনারা প্রায়ই বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি শুধুই তোষণের রাজনীতি করেন। অথচ তাঁর আমলেই কলকাতার দুর্গাপূজা বিশ্বমঞ্চে সম্মান পেয়েছে, বাংলার সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এই ইতিহাস কি মুছে ফেলা যাবে?

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—
“যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং
শ্রীমদূর্জিতমেব। তত্তদেবাবিগচ্ছ ত্বং মম
তেজোংশসম্ভবম্॥” (গীতা ১০.৪১)

অর্থাৎ যেখানে মহিমা, গৌরব ও কল্যাণের প্রকাশ ঘটে, সেখানেই ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ঘটে। তাই কোনও স্থানের মাহাত্ম্য নির্ধারণ করে না কেবল তার নামফলক। বিশ্বাস, ভক্তি ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিই তাকে ধামে পরিণত করে। ভগবান যেখানে বিরাজ করেন, ভক্তের হৃদয় যেখানে নত হয়, সেই স্থানই ধাম।

আরও একটি বাস্তবতা আছে, যা অনেকেই উচ্চারণ করতে চান না।

পুরীর অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি বাঙালি পর্যটক। বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ বাঙালি পরিবার পুরী গিয়েছেন, জগন্নাথদেবের দর্শন করেছেন, সেখানকার হোটেল, ব্যবসা, পরিবহন ও পর্যটন শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু সেই বাঙালির সাংস্কৃতিক প্রতিপত্তি ও অবদানকে স্বীকার করতে একাংশের অস্বস্তি বহু পুরনো।

— **নিত্যানন্দ ধর, নৈহাটি, উঃ ২৪ পরগনা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

# বড়ই অদ্ভুত এই দহনলীলা
# ডাল মে জরুর কুছ হ্যায় কালা

- বুধবার আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের সদর দফতরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড।
- সেদিন দমকলকর্মীদের সিঁড়ি দিয়ে উঠে জল দিতে হল কেন?
- কসবা, যাদবপুর, বেহালা পূর্ব-পশ্চিম, মেটিয়াবুরুজ, সাতগাছিয়া-সহ ডায়মন্ড হারবার সাব ডিভিশনের অধিকাংশ বিধানসভার ইভিএম পুড়িয়ে দিল কারা?
- কোন চক্রান্তে চার ও পাঁচ তলার আগুন মাঝের ছয়, সাত এবং আট তলা অক্ষত রেখে নয়-দশ তলায় উঠে গেল?

জানতে চাইছেন **অনির্বাণ সাহা**

খালি চোখে ঘটনার মধ্যে দুর্ঘটনার ছবি থাকলেও সন্দেহের কিছু নেই। গ্রীষ্মকালে অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রায় স্বাভাবিক একটি বিষয়। সুতরাং, আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের সদর দফতরে ঘটে-যাওয়া বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পরিকাঠামোগত ঔদাসীন্য থাকলেও থাকতে পারে, অস্বাভাবিকতা কিছু নেই।

এটা মনে হওয়াটা স্বাভাবিক। এবং এটাই মনে হয়েছিল।

### কাগজে-কাগজে চ্যানেলে-চ্যানেলে দুর্ঘটনার সংবাদ পরিবেশিত হল।

কিন্তু যা নিয়ে প্রশ্নও করল না কোনও চেনা মূল স্রোতের মিডিয়া বা সংবাদকর্মী, সেটা মোটে গোটা পাঁচেক বিষয়।

এক, আলিপুরের ওই ভবনে প্রায় ৪ হাজারের মতো ব্যালট ইউনিট, ৪ হাজার কন্ট্রোল ইউনিট এবং ৪ হাজার ভিভিপ্যাট আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে। সেগুলি মূলত কসবা, যাদবপুর, বেহালা পূর্ব-পশ্চিম, মেটিয়াবুরুজ, সাতগাছিয়া-সহ ডায়মন্ড হারবার সাব ডিভিশনের অধিকাংশ বিধানসভার ইভিএম ছিল।

### সেকথা কেউ জানতে চাইল না, জানাতেও চাইল না সেসব কথা।

দুই, ভবনের একাধিক আলমারিতে চোরাশিকারিদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া বন্যপ্রাণীর নানা অংশ ছিল। বাঘের চামড়া থেকে শুরু করে হরিণের চামড়া, কুমিরের দাঁত— সবই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন দ্বীপের বিভিন্ন জায়গার চোরাশিকারিদের ডেটাবেস রাখা হত এখানে। সেসব পুড়ে ছাই এখন। তবে আর চোরা শিকারিদের বিরুদ্ধে মামলা টিকবে? প্রামাণ্য নথির অভাবে সমস্যা তৈরি হবে না? এ-নিয়েও তো সরকার কিংবা মেনস্ট্রিম মিডিয়ার কোনও হেলদোল আছে বলে মনে হল না। আসলে, এখন তো আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন। সুতরাং, সমালোচনার নখ-দাঁত না বের করলেও চলবে। বরং, বিষয়টাকে বেশি গুরুত্ব যাতে পাবলিক না দেয়, সেটা খেয়াল রাখতেই যাবতীয় ব্যবস্থা।

তিন, জানা গিয়েছে, আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় জলের উৎসের অভাব। ফলে দমকলকর্মীদের সিঁড়ি দিয়ে উঠে জল দিতে হয়েছে। ভবনে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকলেও তা এই ভয়াবহ আগুন মোকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত ছিল না।

### গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবনের অগ্নি নিরাপত্তা নিয়ে এরকম ছেলেখেলা মানা যায়!

চার, সবচেয়ে রহস্যজনক, চার ও পাঁচ তলায় আগুন লেগেছিল। মাঝের ছয়, সাত এবং আট তলা অক্ষত! নয় ও দশ তলায় আবার আগুন ছড়িয়েছিল। একেবারে দমকল কর্মীরা যেভাবে সিঁড়ি বেয়ে জলের বালতি নিয়ে উঠেছেন, সেভাবেই আগুনও উঠেছিল সিঁড়ি বেয়েই ওপরের ফ্লোরগুলিতে। মাঝের ফ্লোরগুলো সব বাদ!

### এ-আবার হয় নাকি? কিন্তু হয়েছে।

**আর রহস্য দানা বাঁধছে সেখান থেকেই।**

ছয়, বুধবারের এই আগুনে জেলা পরিষদের অফিস এবং অতিরিক্ত জেলাশাসকের অফিসের বিভিন্ন ফ্লোর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে জাহাঙ্গির খান ও শওকত মোল্লার অফিস। দু'জনকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের ভাবমূর্তি মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে। হাতে কোনও প্রমাণ নেই। অথচ, জেলে পোরার ও আটকে রাখার নির্দেশ আছে। সেজন্য, সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে, এই অজুহাতটাই সবচেয়ে ভাল পিঠ বাঁচানোর উপায়।

ছাইয়ের ওপর তো আর কোনও কথা চলে না! কোনও কিছু প্রমাণ করার দায় থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

এটা আরও বেশি করে মনে হচ্ছে, কারণ বুধবারের আগুনে পূর্ব দিকের ফ্লোরগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পুলিশ হেফাজতে থাকা দুই তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খান ও শওকত মোল্লার অফিস পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে, অথচ পশ্চিম দিকে থাকা জেলাশাসকের অফিসের অংশটি সুরক্ষিত রয়েছে।

### মানে, আগুন বেছে বেছে ফ্লোর পুড়িয়েছে! আবার বেছে বেছে অফিসও পুড়িয়েছে!

যেসব অফিস, যেসব ফ্লোর পুড়লে নয়া সরকারের সুবিধা হয়, সেসব ফ্লোর, দপ্তর, এমনকী নথিপত্রও আগুন পুড়িয়েছে।

### হে চির-প্রণম্য অগ্নি! নতুন সরকারের প্রতি আপনার আনুগত্য লক্ষ্য করে আমি মুগ্ধ, আমরা আশ্চর্যান্বিত।

সরকারি ভবনে আগুন কারা লাগিয়েছে, কীভাবে আগুন লেগেছে, সেসব জিজ্ঞাসার পাশাপাশি নতুন সরকারকে বেআব্রু করে দিচ্ছে আর একটা প্রশ্ন, কার নির্দেশে আগুন এভাবে সিলেক্টিভ ডেস্ট্রাকশন সম্পন্ন করল? বাছাই-করা ফ্লোরে পৌঁছল, বেছে বেছে অফিসও পোড়াল?

আর যে ইভিএম কারচুপি নিয়ে এত অভিযোগ, যেসব কেন্দ্রে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ উঠল, সেসব কেন্দ্রের,অর্থাৎ, কসবা, যাদবপুর, বেহালা পূর্ব-পশ্চিম, মেটিয়াবুরুজ, সাতগাছিয়া-সহ ডায়মন্ড হারবার সাব ডিভিশনের অধিকাংশ বিধানসভার ইভিএম এত অরক্ষিতভাবে রাখা ছিল কেন?

### এসি বন্ধ থাকা অফিসে অফিস টাইমের আগে উপস্থিত চারজন কর্মীর ভূমিকা কী ছিল সেদিন?

পাশাপাশি, ঘটনার দিন কর্তব্যরত এক দমকল আধিকারিকের ভূমিকাও প্রশ্নাতীত নয়। বুধবার ওই আধিকারিক সংবাদমাধ্যম ও পুলিশকে জানিয়েছিলেন যে চার ও পাঁচ তলার আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। ওই আধিকারিক ভালো করে খতিয়ে না দেখেই কেন আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার কথা ঘোষণা করলেন এবং কীভাবে তার পরেই নয় ও দশ তলায় আগুন ছড়িয়ে পড়ল? এর পিছনে কোনও গাফিলতি নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল?

বিজেপি নেতা রাকেশ সিং এটিকে পরিকল্পিত ঘটনা বলে দাবি করেছেন। কেন? কীসের ভিত্তিতে? এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন কেন?

এসব প্রশ্নের উত্তরও এই ভোটচোর সরকারকে দিতে হবে।

অরূপ বিশ্বাসকে ফের তলব করল পুলিশ। রবিবার পুনরায় নোটিশ পাঠিয়ে বিধাননগর দক্ষিণ থানার তরফে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ডেকে পাঠানো হয়েছে

# আলিপুরে ইভিএম পোড়াতেই ইচ্ছাকৃত আগুন : শিবসেনা

**প্রতিবেদন :** আরও স্পষ্ট হল বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের স্বৈরাচার। আলিপুরের জেলা পরিষদ ভবনে শুধু আগুন লাগানো হয়নি, সত্যকে ছাইয়ে পরিণত করা হয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে যে ষড়যন্ত্র ছিল, তা স্পষ্ট দমকলের রিপোর্টেই। কলকাতার ওই প্রশাসনিক ভবনে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবেই আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে এবার অভিযোগ তুললেন শিবসেনা (উদ্ধব শিবির)-র সাংসদ সঞ্জয় রাউত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চক্রান্ত করে হারানো হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। ওই বিল্ডিংয়ের ৮ ও ৯ তলায় মজুত ছিল ৪০০০ কন্ট্রোল ইউনিট, ৪০০০ ব্যালট ইউনিট ও ৪০০০ ভিভিপ্যাট। মূলত কসবা, যাদবপুর, বেহালা পূর্ব, বেহালা পশ্চিম, মেটিয়াবুরুজ ও সাতগাছিয়া বিধানসভার ভোট-যন্ত্র, সরঞ্জামগুলি ছিল। যে ইভিএমে কারচুপি করে বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় এসেছে, সেই ইভিএম পুড়িয়ে প্রমাণ লোপাট করতেই এই আগুন। তৃণমূল কংগ্রেস যে আশঙ্কা করেছিল, সেটাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। এই ঘটনাই প্রমাণ করে বিজেপির বঙ্গ-জয়ের নেপথ্যে রয়েছে ইভিএম জালিয়াতি আর ভোট চুরি! আলিপুরে সরকারি ভবনের আগুনে ৪,০০০ ইভিএম পুড়ে ছাই করে দিয়ে প্রমাণ লোপাট করতেই এই অন্তর্ঘাতের আগুন লাগানো হয়েছে, গোটা দেশই এবার আওয়াজ তুলতে শুরু করেছে। বুধবার দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরে জেলা পরিষদ ভবনে আগুন লাগে। ওই বিল্ডিংয়েরই আট ও নয় তলায় সংরক্ষিত ছিল ১০টি বিধানসভা ক্ষেত্রের ইভিএম। আগুন লেগেছিল তৃতীয় তলায়। তারপর লাফিয়ে কী করে অষ্টম ও নবম তলায় পৌঁছল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সঞ্জয় রাউত বলেন, কলকাতার আলিপুর এলাকায় একটি সরকারি ভবনে আগুন লেগেছিল। এই ঘটনায় প্রায় ৪০০০ ইভিএম পুড়ে গেছে। আমি বিশ্বাস করি নির্বাচনের পর বিজেপি সরকার চক্রান্ত করে ৪০০০ ইভিএম পুড়িয়েছে। অর্থাৎ এখন সব প্রমাণ লোপাট করা হয়ে গিয়েছে। আমি হলফ করে বলতে পারি যে স্বচ্ছতার সঙ্গে নির্বাচন হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনে হারতেন না।

## 'দুয়ারে সরকার' এখন 'জনকল্যাণ শিবির'

# শুধু নামবদলের রাজনীতি, নেত্রীকে হুবহু টুকে চলেছেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী

**প্রতিবেদন :** মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেসব কর্মসূচিকে বিজেপি 'প্রচারসর্বস্ব' বলে সমালোচনা করত, ক্ষমতায় এসেই সেইসব কর্মসূচিকেই অবলম্বন করে চলতে চাইছে তারা। মমতার প্রকল্প বা কর্মসূচির শুধু নতুন মোড়ক তৈরি করতে ব্যস্ত বিজেপি। এই মডেলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও একটি জনমুখী উদ্যোগ 'দুয়ারে সরকার' নাম বদলে হয়েছে 'জনকল্যাণ শিবির'। শুধু নতুন নামকরণ করা হয়েছে পুরনো প্রকল্পের। বাস্তবে প্রশাসনিক কাঠামো, শিবিরভিত্তিক পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা, অভিযোগ গ্রহণ সবই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুয়ারে সরকারের হুবহু অনুকরণ।

প্রশাসনিক নথি বলছে, ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে জনকল্যাণ শিবির বসবে, সাধারণ মানুষ সেখানে এসে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে আবেদন করবেন, নথি সংশোধন করাবেন, অভিযোগ জানাবেন এবং সরকারি পরিষেবা পাবেন। ঠিক এই মডেলেই গত কয়েক বছর ধরে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে। এবং জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সেই কর্মসূচির সাফল্যের কথা একসময় খোদ কেন্দ্রীয় সরকারও স্বীকার করেছিল। দেশের বিভিন্ন রাজ্যেও অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু কেউই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সুদূরপ্রসারীভাবে চালিয়ে যেতে পারেননি। এখন আবার বাংলায় শুভেন্দু অধিকারী নাম বদলে সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচিকেই গলার হার করছেন। তাঁর নতুন সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল দ্রুত জনসংযোগ গড়ে তোলা। সেই কারণেই পরীক্ষিত ও জনপ্রিয় একটি প্রশাসনিক মডেলকে বাতিল না করে নতুন নামে চালু রাখার পথ বেছে নিয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে, যদি কাঠামো একই থাকে, তাহলে পূর্বসূরীর উদ্যোগকে এতদিন অকার্যকর বলে সমালোচনা করার যৌক্তিকতা কোথায়?

নতুন সরকারের প্রথম বড় জনমুখী কর্মসূচি কার্যত স্বীকার করে নিচ্ছে যে মানুষের দোরগোড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ধারণাটি সফল ছিল। তাই নতুন কোনও বিকল্প মডেল তৈরি না করে পুরনো পথেই হাঁটতে বাধ্য হয়েছে বর্তমান সরকার। আসলে প্রকল্পের নাম বদলানো সহজ, কিন্তু নতুন প্রশাসনিক দর্শন তৈরি করা কঠিন। সেই কারণেই আজ 'দুয়ারে সরকার'-এর জায়গায় 'জনকল্যাণ শিবির' এলেও, মাঠে-ঘাটে মানুষ কার্যত একই কর্মসূচির নতুন সাইনবোর্ডই দেখতে পাচ্ছেন। কোনও উদ্ভাবন নয়, পূর্বসূরির জনপ্রিয় মডেলের রাজনৈতিক ব্র্যান্ডিংয়েই ভরসা নতুন সরকারের।

# দেওয়াল ভেঙে সর্বস্ব লুট, বারুইপুরে দুঃসাহসিক চুরি

**সংবাদদাতা, বারুইপুর :** বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে ফের দুঃসাহসিক চুরি বারুইপুরে। সদর দরজার তালা না ভেঙে রান্নাঘরের দেওয়াল ভেঙে ঢুকে নগদ টাকা, সোনার গহনা-সহ মূল্যবান সামগ্রী লুট করল দুষ্কৃতীরা। বারুইপুর থানার অন্তর্গত কল্যাণপুর কুন্দরালী এলাকার ঘটনা। ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গিয়েছে, গৃহকর্ত্রী লক্ষ্মীরানি বসাক অসুস্থতার কারণে গত তিন, চার দিন আগে ডাক্তার দেখাতে তাঁর জামাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এবার বাড়ি ফিরে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ! তিনি দেখেন, সদর দরজায় তাঁর লাগিয়ে যাওয়া তালা ঠিকঠাক লাগানো থাকলেও ভিতরের দৃশ্য সম্পূর্ণ অন্য। ভিতরের দরজা খোলা এবং সমস্ত জিনিসপত্র অগোছালো হয়ে পড়ে রয়েছে। পরে দেখা যায়, চোরের দল রান্নাঘরের দেওয়াল ভেঙে বাড়ির ভিতর ঢুকে এই দুঃসাহসিক চুরি করেছে। চুরি গিয়েছে আলমারিতে রাখা নগদ ২০ হাজার টাকা, বেশ কিছু সোনার গহনা, মূল্যবান পিতল ও কাঁসার বাসনপত্র, ফ্যান-সহ বাড়ির বেশিরভাগ নিত্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। ঘটনাস্থলে আসে বারুইপুর থানার পুলিশ। ইতিমধ্যে তারা পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সম্প্রতি বারুইপুরের বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের চুরির ঘটনা বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত এলাকাবাসী। অবিলম্বে এলাকায় পুলিশি টহল এবং প্রশাসনের নজরদারি আরও বাড়ানোর জোরদার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

# কেন্দ্রের জুমলায় এলপিজির বদলে বেসরকারি উদ্যোগে বাজারে আসছে পরিবেশবান্ধব হাইড্রোজেন কুকিং ওভেন

**সংবাদদাতা, হাওড়া :** গ্যাস বা এলপিজি নিয়ে কেন্দ্রের 'জুমলা' অব্যাহত। এলপিজি রান্নার গ্যাসের দাম ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে বিজেপি সরকার। তার ওপর জোগানও অনিয়মিত হয়ে পড়ছে দিন দিন। এই অবস্থায় সমস্যার সমাধানে এবার এগিয়ে এল কলকাতা-ভিত্তিক একটি বেসরকারি সংস্থা। এবার ওই সংস্থার উদ্যোগে বাজারে আসছে পরিবেশ-বান্ধব 'গ্রিন হাইড্রোজেন কুকিং ওভেন'। এলপিজি গ্যাসের পরিবর্তে দূষণ-মুক্ত হাইড্রোজেন গ্যাসের

পরিবেশ-বান্ধব হাইড্রোজেন কুকিং ওভেনের কার্যকারিতা হাতেকলমে দেখানো হল শিবপুর আইআইইএসটিতে।

মাধ্যমে আরও কম খরচে এখন থেকে এর মাধ্যমে রান্না করা যাবে। 'ইটি-হাইভেন' নামক ওই সংস্থা শিবপুর আইআইইএসটি'র সহযোগিতায় অভিনব এই রান্নার ওভেনটি তৈরি করেছে। শিবপুর আইআইইএসটি'র অধিকর্তা ভি এম এস আর মূর্তি-সহ একাধিক অধ্যাপকের উপস্থিতিতে এটি কীভাবে কাজ করবে তা হাতেকলমে দেখানো হল। ইটি-হাইভেনের অন্যতম কর্ণধার স্নেহাংশু পাত্র জানান, আগামী ৬ মাসের মধ্যে এটি বাজারে আসবে। এটি সম্পূর্ণ পরিবেশ-বান্ধব এবং খরচাও অনেক কম। প্রযুক্তিগত দিক দিয়েও এটি খুবই উন্নত। রেগুলেটরের মাধ্যমে তাপ বাড়ানো কমানোর ব্যবস্থাও থাকবে। সম্পূর্ণ নিরাপদও এই হাইড্রোজেন কুকিং ওভেনটি। প্রথমে বড় হোস্টেল-রেস্তোরাঁয় এটি ব্যবহার করা হবে। তারপর গৃহস্থ বাড়িতেও ব্যবহারের উপযুক্ত এই ওভেন চালু করা হবে। এর খরচাও অনেক কম পড়বে। আর খুব সহজেই হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদন করে তা রান্নার কাজে লাগানো যাবে। এলপিজি গ্যাসের পরিবর্তে পরিবেশ-বান্ধব এই হাইড্রোজেন গ্যাসে রান্না করলে মানুষের অনেকটাই আর্থিক সাশ্রয় যেমন হবে তেমনি পরিবেশ দূষণও হবে না।

## জামিন চেয়ে হাইকোর্টে

**প্রতিবেদন :** এবার ইডি মামলায় জামিন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। আগামী সোমবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে। আগেই পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় ইডির গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ করে আগেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। জরুরি ভিত্তিতে তার আবেদন ফিরিয়ে দিয়েছিল আদালত। আদালতের পরামর্শ ছিল জামিনের আবেদন করুন। সেই মতো এবার হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানালেন তিনি।

রাজ্য

14 June, 2026 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কলকাতার শিল্পী তুহিন মুখোপাধ্যায়ের তৈরি মোমের ফুটবল বিশ্বকাপ

# রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চালাচ্ছে বিজেপি, তোপ দাগলেন সাগরিকা

**প্রতিবেদন :** মধ্যরাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে প্রতিহিংসার তল্লাশি চালাল পুলিশ। তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পুরো বাড়ির তল্লাশির নির্যাস কী? শূন্য। অন্তত সিজার লিস্ট তো তেমন কথাই বলছে। তাহলে এই হয়রানি, অপদস্থ করার চেষ্টা কেন? সকাল ছটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত তন্নতন্ন করে অভিষেকের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েও আর্থিক দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত সুমিত রায়কে খুঁজে পায়নি শালবনি থানার পুলিশ। এরপরই এক্স হ্যান্ডেলে বিজেপি সরকারকে বেনজির আক্রমণ করেন তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ। বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে ইচ্ছাকৃতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

এক্স হ্যান্ডেলে বিজেপিকে বিঁধে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্রোনোলজি তুলে ধরে সাগরিকা লেখেন—

**ভোর ৩টে :** শনিবার ঠিক রাত ৩টের সময় কলকাতার কালীঘাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে এসে পৌঁছয় পুলিশের একটি বড় টিম।

**ভোর ৫টা :** দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর, বাড়ির দরজা বা ভেতরের লক খোলার জন্য ডেকে আনা হয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী-কে। তারা এসে শেষমেশ তালা ভাঙেন।

**সকাল ৬:৩০টা :** বাড়ির দোতলা থেকে শুরু করে ছাদ পর্যন্ত তন্নতন্ন করে প্রায় ৯০ মিনিটের তল্লাশি চালায় পুলিশ।

ফলাফল কী? সিজার লিস্ট বলছে শূন্য। অর্থাৎ কিছু মেলেনি।

এরপরই আক্রমণাত্মক মেজাজে সাগরিকার মন্তব্য, এটা আর কিছু নয়, স্রেফ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, ভয় দেখানো এবং মানসিক নির্যাতন চালানোর অপচেষ্টা। যারা বিজেপির ফতোয়া বা ডিক্টাট মেনে নিতে অস্বীকার করছে, 'অপারেশন লোটাস' বেছে বেছে সেই সমস্ত বিরোধী নেতাদেরই টার্গেট করছে। একজন শীর্ষ সারির বিরোধী নেতার উপর এই ধরনের আক্রমণ অত্যন্ত লজ্জাজনক। এটা অত্যন্ত প্রতিহিংসামূলক, চক্রান্তকারী এবং নীচ স্তরের নোংরা কৌশল। ধিক্কার!

# স্মার্ট মিটার : রাজ্যের সিদ্ধান্তে বিদ্রোহ শুরু

**প্রতিবেদন :** সরকারি কর্মীদের বাড়িতে স্মার্ট মিটার বাধ্যতামূলক! সরকারের এই সিদ্ধান্তের পর থেকেই বিদ্রোহ দানা বেঁধেছে সরকারি কর্মীদের মনে। সরকারি কর্মীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ গর্জে উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। গত ৩ জুন নবান্নের তরফে রাজ্যের সমস্ত সরকারি অফিসে স্মার্ট মিটার বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশিকার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার তা গিয়ে পৌঁছল সরকারি কর্মচারীদের বাড়িতে। নবান্নের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারীদের বাড়িতে বাধ্যতামূলক স্মার্ট মিটার লাগানোর নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে সমস্ত বিভাগের প্রধান, পুলিশের ডিআইজি-ডিজি, ডিভিশনাল কমিশনার, পুলিশ কমিশনার এবং জেলাশাসকদের। ঘটনায় সরব সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ-সহ বিভিন্ন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনের প্রতিনিধিরা। যৌথ মঞ্চের নেতা ভাস্কর ঘোষ সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, কর্মচারীদেরও নাগরিক অধিকার-আইন আছে। তাই হুইপ দিয়ে বাড়িতে স্মার্ট মিটার লাগাতে হবে এই নোটিফিকেশন বেআইনি। সরকার বরং অনুরোধ করুক। নির্বাচনের আগে বিজেপি-র তরফে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল দুশো ইউনিট করে বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। পালন না করে এখন উল্টে সরকারি কর্মচারীদের বাড়িতে বাধ্যতামূলক স্মার্ট মিটার লাগানোর নির্দেশ দেওয়ায় ক্ষুব্ধ সরকারি কর্মীরা।

# অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে

**(প্রথম পাতার পর)**

বিজেপির এই ডবল ইঞ্জিন সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে। কে সঙ্গে রয়েছে সেটা বড় কথা নয়, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এই লড়াই চালাবে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রত্যেকটি নেতা-কর্মী হাতে হাত রেখে জোটবদ্ধ হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই করবে, আত্মবিশ্বাসী নেত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন। একইসঙ্গে এদিন ওয়ার্কিং কমিটি দলকে ফের ঢেলে সাজাতে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায় এবং জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জাতীয় কর্মসমিতিতে থাকবেন। এছাড়াও সৌগত রায় লোকসভায় সংসদীয় দলের বিশেষ উপদেষ্টার কাজ করবেন। উত্তর কলকাতার তৃণমূলের সভাপতি হয়েছেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ। সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি হয়েছেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন। বিভিন্ন শাখা সংগঠন এবং জেলার সভাপতিদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকাও দলের তরফে প্রকাশ করা হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় পাল, তীর্থঙ্কর ঘোষ-সহ পাঁচ জনের অস্থায়ী কোর কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এই কমিটি আলোচনা করে যুবর রাজ্য কমিটি ও জেলা কমিটির পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করবে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দায়িত্ব আগেই দেওয়া হয়েছে প্রিয়াঙ্কা অধিকারীকে। এই কমিটির উপদেষ্টার দায়িত্বে এলেন জয়া দত্ত। এদিনের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন, কুণাল ঘোষ-সহ নেতৃত্ব।

# বিজেপির নবান্ন : প্রশাসনের সদর দফতর না কুসংস্কারের আখড়া

**প্রতিবেদন :** পালাবদলের পর নবান্নে প্রশাসনিক কাজ, মানুষের সমস্যা সমাধানের বদলে এখন চলছে 'শুদ্ধিকরণ পর্ব'। সরকারি দফতরে ফাইলের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে গঙ্গাজল, উন্নয়নের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে যাগ-যজ্ঞ। যে নবান্ন এক সময় রাজ্য প্রশাসনের ভরকেন্দ্র ছিল, সেখানে এখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রমাণভিত্তিক লড়াইয়ের বদলে চলছে প্রতীকী নাটক আর রাজনৈতিক প্রদর্শনী।

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর ব্যবহৃত ঘরে ঢোকার আগে গঙ্গাজল ছিটিয়ে পুজো, প্রাক্তন মন্ত্রীর চেয়ার সরিয়ে নতুন চেয়ার বসানোর দাবি, এসব ঘটনাই প্রশ্ন তুলছে, সরকার রাজ্য চালাতে এসেছে, নাকি নবান্নকে কুসংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠানের মঞ্চে পরিণত করতে এসেছে? দুর্নীতির

বিরুদ্ধে লড়াই যদি সত্যিই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার জায়গা আদালত, তদন্তকারী সংস্থা এবং প্রশাসনিক সংস্কারে। কিন্তু বিজেপি সরকারের মন্ত্রীরা যেন সেই পথ ছেড়ে প্রতীকী 'ভূত তাড়ানোর' রাজনীতিতেই বেশি আগ্রহী।

দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে এখন নবান্নে চলছে 'গঙ্গাজল থেরাপি'। কর্মসংস্থান, শিল্প, কৃষি, শিক্ষা বা স্বাস্থ্য নিয়ে বড় কোনও রূপরেখা সামনে না এনে নতুন সরকার যেন মানুষের নজর ঘোরাতে ব্যস্ত প্রতীকী কর্মসূচিতে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, নবান্ন কি প্রশাসনের সদর দফতর, নাকি যাগ-যজ্ঞের আখড়া?

বিরোধীদের অভিযোগ, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রশাসনিক দক্ষতার বদলে কুসংস্কার এবং রাজনৈতিক প্রচারকেই শাসনের হাতিয়ার করতে চাইছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রকৃত পদক্ষেপের বদলে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে। কিন্তু গঙ্গাজলে ঘর ধোয়া যায়, প্রশাসনের ব্যর্থতা ধোয়া যায় না। চেয়ার বদলানো যায়, কিন্তু মানুষের প্রত্যাশার বোঝা বদলানো যায় না। আর সেই কারণেই নবান্নে পুজোর ধোঁয়া যতই উঠুক, শেষ পর্যন্ত মানুষ বিচার করবে কাজের নিরিখেই।

# দক্ষিণের জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা

**প্রতিবেদন :** রাজ্যে বর্ষা-প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ ভাসিয়েছে বর্ষার বৃষ্টি। তবে দক্ষিণের জেলাগুলিতে এখনও পুরোপুরি মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করেনি। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, শনিবার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগরের উপর আরও কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। রবিবারই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহারে বর্ষাপ্রবেশের জোর সম্ভাবনা। শনিবার দুপুরের পর কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও দিনভর ভ্যাপসা গরম থেকে রেহাই মিলল না। তবে রবিবার কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়ায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় হালকা-মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে আগামী সাত দিন ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে মঙ্গলবার এবং বুধবার অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিং, কোচবিহার, কালিম্পঙেও আগামী শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে।

# প্রতিহিংসা, মদন মিত্রের বাড়িতে তল্লাশি

**প্রতিবেদন :** সাতসকালে প্রতিহিংসার অভিযান! পুর-নিয়োগে তদন্তের নামে শনিবার সকালে কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের ৩টি ফ্ল্যাট-সহ কলকাতা ও শহরতলির ৮টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। ভবানীপুরে মদনের বাড়ি এবং দফতরে তল্লাশি চালানো হয়। ভবানীপুরের বাড়িতে তৃণমূল বিধায়ককে জেরাও করে তদন্তকারীরা। কামারহাটি, দক্ষিণেশ্বর, বেলেঘাটা, জোকা এবং বেহালাতেও হানা দেয় ইডি। সরকারে এসে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তৃণমূলকে ভাঙার ব্লু-প্রিন্ট সাজিয়েছে বিজেপি। যে বর্ষীয়ান নেতৃত্ব বিদ্রোহী দলে নাম লেখাচ্ছেন না, তাঁদের এজেন্সি দিয়ে চাপ দিয়ে হেনস্থা করতেই পুরনো মামলা সামনে এনে এই তল্লাশি-অভিযানের নাটক সাজানো হয়েছে।

# ইদের নামাজে আপত্তি

**(প্রথম পাতার পর)**

ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, যে যুক্তিতে ইদের নামাজ সরানো হল, সেই যুক্তি যোগ দিবসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে না কেন? সমালোচকদের অভিযোগ, এটি নিছক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং রাজনৈতিক পছন্দ-অপছন্দের প্রতিফলন। তাঁদের দাবি, একদিকে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বহু বছরের ঐতিহ্যবাহী সমাবেশকে 'ট্রাফিক সমস্যা'র কারণ দেখিয়ে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে, সরকারের পছন্দের কর্মসূচির জন্য একই জায়গা উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

আসলে বিজেপির রাজনীতির কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরেই সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু বিভাজনের অভিযোগ রয়েছে। রেড রোড বিতর্ক সেই অভিযোগকে আরও উসকে দিল। বিজেপি সরকারের কাছে প্রশ্ন, 'ইদের নামাজে রাস্তা আটকালে মানুষের অসুবিধা হয়, কিন্তু যোগ দিবসে হয় না— এমন যুক্তি কি কেউ বিশ্বাস করবে?' বিষয়টি এখন শুধুমাত্র অনুষ্ঠানস্থল নির্বাচন নিয়ে নয়। প্রশ্ন উঠছে রাষ্ট্রের আচরণ নিয়ে। কোনও একটি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এক ধরনের নীতি এবং অন্য ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান নেওয়া হলে তাকে কি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বলা যায়, নাকি তা রাজনৈতিক পক্ষপাতের পরিচয়? আন্তর্জাতিক গুরুত্ব থাকলেই কি সমান সুযোগ ও সমান অধিকারের নীতি বদলে যায়? নাকি রেড রোডের নিয়মও এখন অনুষ্ঠানের রাজনৈতিক পরিচয় দেখে নির্ধারিত হচ্ছে? প্রশ্ন একাধিক— উত্তর নেই।

পুরাতন মালদহের সাহাপুর অঞ্চলের চর কাদিরপুরে শনিবার সকালে আমবাগান থেকে এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। নাম হরিবোল মণ্ডল (৬৫)। পেশায় ফুলব্যবসায়ী ছিলেন

# চাঙ্গা হচ্ছে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প শিগগিরই আসছে দুটো বাঘ

**প্রতিবেদন :** উত্তরবঙ্গের মানুষ তথা পশুপ্রেমীদের জন্য সুখবর। এখানকার বিখ্যাত বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প শিগগিরই উপহার পেতে চলেছে দুটি বাঘ। বক্সার জঙ্গলে বাঘ আছে, তার প্রমাণ দু-একবার বিক্ষিপ্তভাবে মিলেছে। এবার ব্যাঘ্রপ্রেমীরা সেখানে গেলে বাঘের দেখা পেতে পারেন। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ২৯ জুলাই বিশ্ব ব্যাঘ্র দিবসের দিনই বাঘ দুটি আসার কথা। তবে জানা গিয়েছে, যে দুটি আসছে, তারা সম্ভবত বাঘিনী। দিল্লিতে এক কেন্দ্রীয় পদস্থ আধিকারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ওদের আনা হবে হয় আসামের মানস টাইগার রিজার্ভ, নয় বিহারের বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভ থেকে।

ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ-এর সদস্য সৌমিত্র দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, এই প্রকল্পটি দুটি বাঘিনীকে দিয়ে শুরু হতে চলেছে। ২৯ জুলাই ওদের হয় আনা হবে বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভ, নয় মানস টাইগার রিজার্ভ থেকে। সৌমিত্র একসময় বন বিভাগের বড় কর্তা ছিলেন, এখন ইন্টারন্যাশনাল বিগ

ক্যাট অ্যালায়েন্স-এর অধিকর্তা। বাল্মিকী রিজার্ভ ফরেস্ট গাঙ্গেয় উপত্যকায় বলে বক্সার প্রকৃতির সঙ্গে তার সাযুজ্য রয়েছে। গত ২৪ মে কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব আবার বক্সায় বাঘ ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। বক্সায় দীর্ঘদিন সেরকমভাবে বাঘ নেই। তাই ২০১৬-১৭ থেকেই এটিকে চাঙ্গা করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। বাঘের থাকার মতো উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, তারা যাতে শিকার করে খেতে পারে তার ব্যবস্থা করা শুরু হয়েছে। সেই লক্ষ্যে আশপাশের বসতিগুলোকে পুনর্গঠন করার কাজ শুরু হয়েছে। ভুটিয়া বস্তি এবং গাঙ্গুটিয়া গ্রামকে ইতিমধ্যেই নতুন জায়গায় সরানো হয়েছে। বক্সায় যে ক্যামেরা ট্র্যাপ রাখা হয়েছে, তাতে বেশ কয়েকবার বাঘের দেখা মিলেছে। রাজ্য বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঘ আসার ব্যাপারটা পুরোপুরি নিশ্চিত হবে এসটিসিএ টেকনিক্যাল কমিটির রিপোর্ট আসার পর। মানস-এর সঙ্গে বক্সার প্রকৃতিগত মিল রয়েছে। দুটোই উত্তর-পূর্ব পাহাড়ে। ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায়। তাই আসাম বা বিহার যেখান থেকেই আসুক, বাঘ এখানে বহাল তবিয়তেই থাকবে।

## ভেঙে দেওয়া হল দোকান, অসহায় বহু পরিবার

**সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি :** রাজ্য জুড়েই গরিব হকারদের উপর বুলডোজারের হানাদারি শুরু হয়েছে। ময়নাগুড়ি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ফার্ম শহিদগড় পাড়া এলাকায় শনিবার সকাল থেকেই শুরু হয় উচ্ছেদ অভিযান। ফলে অসহায় হয়ে পড়ল বহু পরিবার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অনেক বছর ধরেই ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রবেশপথের দুপাশে হোটেল, দোকান এবং নির্মাণসামগ্রীর দোকান ছিল। একে ঘিরে বহু মানুষের জীবনজীবিকা নির্ভর করত। আজ থেকে সর্বহারা হয়ে গেলেন তাঁরা। জনস্বার্থেই রাস্তা চওড়া করা জরুরি ছিল। কিন্তু তার জন্য উচ্ছেদের আগে ওঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করাটা জরুরি ছিল। শনিবার সকাল থেকেই উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে এলাকায় বিপুল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। জেসিবি আনা হয়েছিল। যাঁরা নিজেরা দোকানঘর ভাঙেননি, সেগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। এক

ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দা বলেন, আমরা প্রশাসনকে সম্মান জানিয়ে নিজেরাই দোকান ঘর সরিয়ে নিচ্ছি। তবে এই আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন সংসার কীভাবে চলবে, তা নিয়ে চিন্তায় আছি। পুর চেয়ারম্যান মনোজ রায় জানান, অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক আগেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ মেনেই আজ অনেকেই অবৈধ কাঠামো সরিয়ে নিচ্ছেন।

## ভেজাল মদ-সহ উদ্ধার ৩০ লক্ষ টাকার উপকরণ

**সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার :** নকল মদ তৈরির অভিযোগে আলিপুরদুয়ার দুই নম্বর ব্লকে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নকল মদ ও মদ তৈরির সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। ওই ঘটনায় মদ তৈরির রাসায়নিক সামগ্রী-সহ আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের উত্তর পারোকাটা থেকে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত যুবকদের নাম ভূষণ দেবনাথ ও তপন দেবনাথ। শুক্রবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে ধৃতদের বাড়ি থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। ওই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ভীম আর্য নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশ খুঁজছে। ধৃতদের বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় সাড়ে তিনশো লিটার ভেজাল মদ। সঙ্গে ব্যবহৃত প্রায় ১৫০ লিটার তরল রাসায়নিক। যার বাজার মূল্য প্রায় ৩০ লক্ষাধিক টাকা।

## বেআইনি পিস্তল উদ্ধার, ধৃত এক

**সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার :** বেআইনি পিস্তল রাখবার অপরাধে আলিপুরদুয়ার ১ ব্লকের তোপসিখাতা এলাকা থেকে গ্রেফতার এক যুবক। শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ওই অভিযান চালায় আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। ওই অভিযানে সৌরভ রায় নামক এক যুবকের কাছ থেকে থেকে উদ্ধার হয় পিস্তল। কীভাবে ওই পিস্তল সৌরভের কাছে এল, কেন সে নিজের কাছে রেখেছে, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। সৌরভকে শনিবার আদালতে পেশ করে হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার অমিতকুমার শাহ বলেন, বেআইনি পিস্তল রাখবার অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

## ইটাহারে পথদুর্ঘটনায় ছাত্রীর মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্র এলাকা

**সংবাদদাতা, ইটাহার :** ফের দুর্ঘটনা জাতীয় সড়কে। স্কুলে যাওয়ার পথে ১০ চাকার লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে পথেই ঝরে গেল এক নিষ্পাপ প্রাণ। শনিবার সকালে পথদুর্ঘটনায় স্কুলছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়াল উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার অন্তর্গত কালোমাটিয়ায়। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটা এই দুর্ঘটনার জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম মামনুন নেশা। ইটাহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ছিল। অন্য দিনের মতোই শনিবার সকাল নাগাদ মামনুন স্কুলে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়। বাড়ি সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে সে স্কুলের গাড়ি ধরার জন্য অপেক্ষা করছিল। ঠিক সেই সময় রায়গঞ্জমুখী একটি ১০ চাকার লরি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা ওই নাবালিকাকে সজোরে ধাক্কা মারে। লরির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তার। একটি ফুটফুটে স্কুলছাত্রীর এমন আকস্মিক ও মর্মান্তিক মৃত্যুতে মুহূর্তের মধ্যে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীরা। জাতীয় সড়কের নিরাপত্তা এবং লরি-সহ অন্য ভারী যানবাহনের বেপরোয়া গতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন সাধারণ মানুষ। ঘটনার জেরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয় এবং যান চলাচল বিঘ্নিত হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইটাহার থানার পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

## তৃণমূল নেতার অস্বাভাবিক মৃত্যু

**প্রতিবেদন :** শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আইনুল হকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। এই ঘটনায় শিলিগুড়িতে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে শোকের ছায়া। শনিবার সকালে তাঁর বাড়ি থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য সেটি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়ায় আইনুলের বাড়ি। একসময় কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন, যোগ দেন তৃণমূলে। মহকুমায় তৃণমূলের অন্যতম শীর্ষ নেতা ছিলেন। ছিলেন দলের দার্জিলিং জেলা (সমতল) কোর কমিটির সদস্য। রাজনৈতিক জীবনে ধাপে ধাপে উঠে এসেছেন আইনুল। প্রথম দিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন আইনুল হক। পরে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হন। মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। বর্তমানে মহকুমা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদ। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তৃণমূল কংগ্রেস।

# আধুনিক প্রযুক্তি না ভেঙে উঁচু করে দিচ্ছে বাড়িকে

**অপরাজিতা জোয়ারদার ● রায়গঞ্জ**

সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে প্রযুক্তি। সেই আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েই অসাধ্য সাধন হচ্ছে উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ায়। রাস্তা উঁচু হয়ে যাওয়ায় প্রতি বর্ষায় ঘরে জল ঢুকে নাজেহাল হচ্ছিলেন বাসিন্দারা। সেই জলযন্ত্রণা থেকে স্থায়ী মুক্তি পেতে আস্ত বাড়িটিকেই মাটি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গৃহকর্তা। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য চাক্ষুস করতে প্রতিদিন ভিড় জমাচ্ছেন এলাকার শয়ে শয়ে মানুষ। বেশ কয়েক দশক আগে তৈরি হয়েছিল এই বাসভবনটি। নির্মাণের সময় তৎকালীন এলাকার তুলনায় বাড়িটি অনেকটাই উঁচু ছিল। কিন্তু বছরের পর বছর রাস্তা সংস্কারের ফলে ধীরে ধীরে মূল রাস্তাটি বাড়ির চেয়ে বেশ কিছুটা উঁচু হয়ে যায়। এর জেরে সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তার সমস্ত নোংরা জল হু হু করে ঢুকে পড়ত ঘরের ভেতর। বর্ষাকালে বাসিন্দাদের দুর্ভোগের শেষ থাকত না। পুরনো পাকা বাড়ির মেঝে তো আর চাইলেই উঁচু করা সম্ভব নয়। স্মৃতিবিজড়িত পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন করে তৈরি করাও অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ঝক্কির ব্যাপার। এই উভয়সংকট থেকে মুক্তি পেতে শেষ পর্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তির শরণাপন্ন হন বাড়ির মালিক।

বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশের একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা বাড়িটি উঁচুকরণের কাজ হাতে নিয়েছে। ভাঙচুর ছাড়াই সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চলছে প্রক্রিয়া। প্রথমে অত্যন্ত সাবধানে বাড়ির মূল ভিত বা ফাউন্ডেশনের চারপাশ খোঁড়া হয়েছে। এরপর কয়েকশো শক্তিশালী মেকানিক্যাল জ্যাক বসানো হয়েছে বাড়ির নিচে। ইঞ্জিনিয়ার ও শ্রমিকদের নিখুঁত দক্ষতায়, লিভার ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে পুরো কাঠামোটিকে মাটি থেকে বেশ কয়েক ফুট ওপরে তোলা হচ্ছে। উঁচুতে তোলার পর নিচে নতুন করে ইট-সিমেন্টের শক্ত গাঁথুনি দিয়ে ভিত তৈরি করে দেওয়া হবে। বাড়ির কাঠামোগত কোনও ক্ষতি ছাড়াই এটি আগের চেয়ে অনেক বেশি উচ্চতা পেয়ে যাবে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
14 June, 2026 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

# ডিম ছুঁড়তে আসা বিজেপির মহিলাকর্মীদের সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি মহুয়ার

**সংবাদদাতা, নদিয়া** : একটি মামলায় হাজিরা দিতে শুক্রবার কৃষ্ণনগর দায়রা ও জেলা আদালতে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের। সেই সময় তাঁকে ডিম-টমেটো ছুঁড়তে জড়ো হন বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যেরা। এই খবর জানার পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দেন মহুয়া। তিনি জানান, দীর্ঘদিন সরকারে থাকা সত্ত্বেও কোনওদিন বিরোধী রাজনীতিবিদদের জেলায় রাজনীতি করতে দেব না, তাঁদের বিক্ষোভ দেখাব এরকম কথা বলেননি বা করেনওনি তিনি। আর আজ বিজেপিকর্মীরা ষড়যন্ত্র করে তাঁর দিকে পচা ডিম-টমেটো ছুঁড়তে এসেছেন। দরকারে ওঁদের সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন মহুয়া। তিনি জানান, যাঁরা আদালত চত্বরে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেরই ছবি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে। এবার তাঁদের নামে থানায় এফআইআর করতে চলেছেন তিনি। যদি থানা এফআইআর না নেয় সেক্ষেত্রে তিনি হাইকোর্ট থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট অবধি যাবেন এবং এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েই ছাড়বেন। সোশ্যাল মাধ্যমে তিনি আরও জানান, তাঁকে উজ্জ্বল বিশ্বাসের মতো দুর্বল ভেবে বিজেপির মহিলাকর্মীরা যেন ভুল না করেন। তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করা হলে তার শেষ দেখেই ছাড়বেন তিনি। প্রসঙ্গত, রাজ্যের নানা এলাকায় পুলিশের পরোক্ষ মদতে তৃণমূল নেতা-নেত্রীর বিরুদ্ধে বিজেপিকর্মীরা সুযোগ পেলেই অনৈতিক হামলা চালাচ্ছেন ডিম-টমেটো ছুঁড়ে। তারই প্রতিবাদ করলেন সাংসদ মহুয়া। জেলার তৃণমূল নেতাদের কথায়, মহুয়া মৈত্রের এমন বলিষ্ঠ মন্তব্যের পরে আশা করা যায়, বিজেপির এই অন্যায়, অনৈতিক আচরণ এবং আক্রমণাত্মক কাজকর্ম কমবে এবং তৃণমূল কর্মীরাও তাঁদের রাজনৈতিক কর্মসূচি শুরু করতে পারবেন।

# ধৃত বিজেপিকর্মী

**সংবাদদাতা, কান্দি:** মুর্শিদাবাদের কান্দিতে গ্রেফতার বিজেপির কর্মী। ধৃত বিজেপি কর্মীর নাম সূর্যদেব দাস। বাড়ি কান্দি শহরের প্রভাকরপাড়ায়। এস আই আরের সময় কান্দি মহকুমা শাসকের অফিসে ৭ নম্বর ফর্ম জমা দেওয়া নিয়ে তৃণমূলের লোকেদের সঙ্গে ঝামেলা হয় ওই ব্যক্তির। এরপর ওই বিজেপি কর্মী কান্দি থানার মোড়ে অবরোধ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে জানতে পারে পুলিশ। গন্ডগোলের জন্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে পুলিশে অভিযোগ করা হয়। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে শুক্রবার রাতে ওই বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করে কান্দি থানার পুলিশ। শনিবার ওই ব্যক্তিকে কান্দি কোর্টে তোলা হয়।

# দুর্ঘটনায় মৃত ১, জখম অনেকেই

**প্রতিবেদন :** শনিবার ভোরে কৃষ্ণনগরের পালপাড়া মোড়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয় বলে খবর। গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই গাড়ির পেছনে এসে সজোরে ধাক্কা মারে মাছ বোঝাই পিকআপ ভ্যান। আহতদের উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই গাড়ির পেছনে এসে সজোরে ধাক্কা মারে মাছ বোঝাই পিকআপ ভ্যানটি। ধাক্কার তীব্রতা এতটাই ছিল যে গাড়ি থেকে ছিটকে পড়েন অনেকে। পিকআপ ভ্যানের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায় এবং তার টায়ার ফেটেই দুর্ঘটনা ঘটে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার ফলে এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে জাতীয় সড়ক। কোতোয়ালি থানার পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পিকআপ ভ্যানটি বীরভূম থেকে নৈহাটিতে এসেছিল মাছ নিতে। ফেরার পথে এই ঘটনা।

# ভাগীরথীতে স্নানে নেমে নিখোঁজ দুই

**সংবাদদাতা, নদিয়া** : ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন দুই যুবক। শান্তিপুরের নৃসিংহপুর ফেরিঘাটের ঘটনায় নিখোঁজ যুবকদের নাম আকাশ শেখ ও বাপি শেখ। শান্তিপুর শহরের ২২ ও ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দুজনে। স্থানীয় সূত্রে খবর, পরিযায়ী শ্রমিক আকাশ ও বাপি মহারাষ্ট্রের পুনেতে কাজ করতেন। কদিন আগেই তাঁরা বাড়ি ফেরেন। বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিদিনের মতো শনিবারেও নৃসিংহপুর ফেরিঘাটে স্নান করতে যান। ছয় বন্ধু একসঙ্গে নদীতে স্নান করতে নামলে হঠাৎই আকাশ ও বাপি নদীর জলে তলিয়ে যান। নজরে পড়ায় অন্য বন্ধুরা চিৎকার শুরু করলে স্থানীয় মানুষজন ছুটে এসে দীর্ঘক্ষণ নদীতে নেমে তল্লাশি চালালেও শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত দুজনের কোনও সন্ধান মেলেনি। এখনও তল্লাশি চলছে।

# মেয়াদ-উত্তীর্ণ ওষুধ দেওয়ার অভিযোগে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর

**সংবাদদাতা, দুর্গাপুর :** মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের জেমুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জেমুয়া উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। শনিবার সকালে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। অভিযোগ, অসিলা বিবি নামে এক মহিলা শুক্রবার সুগারের চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান। সেখানে স্বাস্থ্যকর্মীরা তাঁকে কয়েক মাস ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে সরকারি ওষুধ দেন। বাড়িতে গিয়ে ওষুধ খাওয়ার পর তাঁর স্বামী শেখ ইব্রাহিম ওষুধের গায়ে থাকা মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ দেখে চমকে ওঠেন। পরিবারের দাবি, ওই ওষুধের মেয়াদ এক মাস আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। শনিবার সকালে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে বিক্ষোভ দেখান। শেখ ইব্রাহিম বলেন, যখন দেখি ওষুধের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন থেকেই আতঙ্কে আছি। ওই ওষুধ দিয়ে এক মাস খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। বিষয়টি নজরে না এলে বড় বিপদ হতে পারত। স্থানীয় বাসিন্দারাও ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। যদিও অভিযোগ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীরা কোনও মন্তব্য করতে চাননি। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে জানা গিয়েছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তে পুলিশ।

# বিয়ের একদিন আগেই প্রেমিকের সঙ্গে উদ্ধার তরুণীর ঝুলন্ত দেহ

**সংবাদদাতা, দুর্গাপুর :** মাত্র একদিন পরেই ছিল বিয়ে। বাড়িতে চলছিল শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি, আত্মীয়স্বজনদের আনাগোনা। কিন্তু আনন্দের আবহ মুহূর্তে বদলে গেল শোকে। শনিবার সকালে দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের জামগড়া এলাকায় একটি গাছ থেকে প্রেমিকের সঙ্গে তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। এই ঘটনায় মৃত বিউটি বাগদি (১৯) ও সুকুমার বাগদি (২৩)। জানা গিয়েছে, সুকুমারের বাড়ি অন্ডালের দক্ষিণখণ্ড এলাকায় এবং বিউটির বাড়ি জামগড়ায়। দীর্ঘদিন একে অপরকে ভালবাসতেন তাঁরা। তবে সুকুমার বিবাহিত হওয়ায় বিউটির বিয়ে অন্যত্র ঠিক করে পরিবার। রবিবারই ছিল সেই বিয়ের দিন। শনিবার ভোরে এলাকাবাসী গাছে দুজনের ঝুলন্ত দেহ দেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।

# মুহুর্মুহু বজ্রপাত, কাঁকসায় মৃত ২

**সংবাদদাতা, দুর্গাপুর :** শনিবার দুপুরে প্রবল বজ্রপাতের জেরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল কাঁকসার গোপালপুরে। বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল সৌরভ গায়েন (২৮) এবং গোকুল নন্দীর (৫৬)। দুজনেই কাঁকসার উত্তরপাড়ার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে এলাকায় মুহুর্মুহু বজ্রপাতের সময় উত্তরপাড়ার একটি মাঠে বসে ছিলেন সৌরভ ও গোকুল। আচমকাই প্রবল বজ্রপাত হলে দুজনেই তাতে গুরুতর জখম হন। ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয় বলে স্থানীয়দের দাবি। আকস্মিক এই মৃত্যুর ঘটনায় পরিবার-পরিজনদের পাশাপাশি শোকস্তব্ধ এলাকার বাসিন্দারাও।

# মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসনে আলোচনা

**সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম :** শনিবার নয়াগ্রাম ব্লকের বাছুরখোয়াড় এলাকার কমিউনিটি হলে বন ও বন্যপ্রাণ সুরক্ষা নিয়ে সচেতনতামূলক সভার পাশাপাশি গ্রামবাসীদের হাতে ফুটবল ও টর্চলাইট তুলে দিল বন দফতর। মানুষ-হাতি সংঘাত নিরসন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হল চাঁদাবিলা রেঞ্জের তরফে। হাতির উপদ্রবপ্রবণ এলাকাগুলিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রাণ ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি। এদিন চাঁদাবিলা রেঞ্জের অধীন বাছুরখোয়াড়, ফুলবনি, তপোবন-সহ মোট দশটি হাতিপ্রবণ এলাকার বন সুরক্ষা কমিটির সদস্য ও গ্রামবাসীদের হাতে ফুটবল ও টর্চলাইটও তুলে দেওয়া হয়। বন দফতরের মতে, এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে একদিকে যেমন গ্রামের মানুষদের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করা যায়, অন্যদিকে হাতির গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে টর্চলাইটও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ্য, শুক্রবার ভোরে বাছুরখোয়াড় এলাকায় দলছুট হাতির হানায় এক বৃদ্ধের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার পরদিনই একই এলাকায় এই আলোচনাসভার আয়োজন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সভায় বনাধিকারিকেরা গ্রামবাসীদের হাতির উপস্থিতি টের পেলে কীভাবে সতর্ক থাকতে হবে, কীভাবে প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব এবং ফসল ও ঘরবাড়ির ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়, সে বিষয়েও বিস্তারিত পরামর্শ দেন। সভায় গ্রামবাসীরাও হাতির উপদ্রব সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা, উদ্বেগ ও অভিজ্ঞতার কথা বনাধিকারিকদের সামনে তুলে ধরেন। তাঁদের অভিযোগ ও সমস্যাগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে সমাধানের আশ্বাস দেওয়া দেন উপস্থিত মুখ্য বনপাল (পশ্চিম চক্র) ডাঃ এস কুলান্ডাইভেল, খড়্গপুর বনবিভাগের ডিএফও মণীশকুমার যাদব, চাঁদাবিলা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস বিশ্বাস প্রমুখ। বিট অফিসার, বনকর্মী এবং এলাকার শতাধিক গ্রামবাসী অংশ নেন।

# অফিসে আগুন

**সংবাদদাতা, সুতি :** সুতি ২ নং ব্লকের রেজিস্ট্রি অফিসে শনিবার সকালে আচমকাই আগুন লেগে যাওয়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অফিস বন্ধের দিন হওয়ায় ভিতরে কোনও কর্মী ছিলেন না। তবে অফিস থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন স্থানীয়রা। দ্রুত আগুন নেভানোর কাজে তাঁরা হাত লাগানোয় ছড়িয়ে পড়ার আগেই নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের জেরেই এই অগ্নিকাণ্ড। প্রসঙ্গত, এই রেজিস্ট্রি অফিসে জমি-বাড়ি সংক্রান্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষিত থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবে স্থানীয়রা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে শেষ পর্যন্ত কতটা কী ক্ষতি হয়েছে, তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

কোলে ৬ মাসের কন্যাকে নিয়ে সাততলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু হল এক মহিলা তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর। তরুণীর মৃত্যু হলেও বেঁচে গিয়েছে তাঁর সন্তান। ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদের মিয়াপুর এলাকায়



# রামমন্দিরে দানের কয়েক কোটি টাকা আত্মসাৎ! অস্বস্তিতে সংঘ পরিবার

## চাপের মুখে মোদির হস্তক্ষেপ দাবি বিজেপি নেতাদের

**অযোধ্যা:** উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যার রামমন্দিরে ভক্তদের দেওয়া দানের বিপুল অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ঘিরে সংঘ পরিবারের অন্দরে অস্বস্তি ও ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। যে দল রামের নামে দেশজুড়ে 'রাজনীতি' করে, তাদের দায়িত্বে থাকা রাম মন্দিরে এই বিপুল আর্থিক কেলেঙ্কারি ঘটল কীভাবে, কেন নজরদারি ছিল না, সেই বিষয়ে চাপানউতোর ও অভিযোগ তীব্র হচ্ছে। এই স্পর্শকাতর বিষয়ে মন্দির পরিচালনাকারী ট্রাস্টের অস্বচ্ছ অবস্থান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত নানাজনের পরস্পরবিরোধী মন্তব্য জল্পনা ও সন্দেহকে আরও উসকে দিয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, খোদ শাসকদল ভারতীয় জনতা পার্টির অন্তত দুই নেতা এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। অন্যদিকে, রামমন্দিরের সঙ্গে যুক্ত এক বিশিষ্ট হিন্দু মহন্ত রাম মন্দির ট্রাস্টের অভ্যন্তরীণ তদন্তের সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। গত ৭ জুন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স'-এ প্রথম এই আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তোলেন। এর জবাবে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রবীণ নেতা চম্পত রাই কেবল একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি জারি করেন। তিনি জানান, ট্রাস্টের কাজকর্মের নিয়মিত অভ্যন্তরীণ অডিট বা নিরীক্ষা হয় এবং বর্তমানেও তেমনই একটি প্রক্রিয়া চলছে। তবে এখন পর্যন্ত আপত্তিকর বা উল্লেখযোগ্য কিছু মেলেনি বলে তিনি দাবি করেন। কিন্তু চম্পত রাইয়ের এই সাফাই বিরোধী শিবির তো বটেই, খোদ সঙ্ঘ শিবিরের সদস্যদেরও শান্ত করতে পারেনি।

অযোধ্যার দন্তচিকিৎসক তথা স্থানীয় বিজেপি নেতা রজনীশ সিং সরাসরি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চিঠি লিখে সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) বা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) মতো কোনও স্বাধীন ও উচ্চপর্যায়ের

কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে এই ঘটনার তদন্ত করানোর দাবি জানিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি দানের টাকা সংগ্রহ, গণনা, পরিবহন এবং ব্যাংকে জমা দেওয়ার পুরো প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ অডিটের দাবি তুলেছেন। রজনীশ সিং সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ট্রাস্টের এই নীরবতা সন্দেহ বাড়িয়ে দিচ্ছে যে সত্যিই কোনও অনিয়ম হয়েছে। ট্রাস্টের সভাপতির উত্তরসূরি মহন্ত কমল নয়ন দাসের একটি মন্তব্য তাঁর এই সন্দেহকে আরও দৃঢ় করেছে। গত বুধবার কমল নয়ন দাস স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, তদন্তকারীরা নিজেরাই যেখানে অসৎ, সেখানে সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া অসম্ভব। ট্রাস্টের সদস্যদের দিকে আঙুল তুলে তিনি কটাক্ষ করেন, যারা চিৎকার করছে তারা কি দুধে ধোয়া তুলসী পাতা? তদন্ত করবে কে? এখন শুধু ভগবানই ভরসা! তিনিই তদন্ত করে শাস্তি দেবেন। নাম না করে তিনি অভিযোগ করেন, অতীতে যারা রিকশা বা সাইকেলে ঘুরতেন, এখন তারা বড় গাড়ি ও বিলাসবহুল বাড়ির মালিক হয়েছেন। রজনীশ সিং তাঁর চিঠিতে জোর দিয়ে বলেছেন, রামভক্তদের বিশ্বাস বজায় রাখতে এই তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা অত্যন্ত জরুরি। অন্যদিকে, এলাহাবাদ হাইকোর্টের আইনজীবী তথা ১৯৮২ সাল থেকে আরএসএস-এর সঙ্গে যুক্ত বিজেপি সদস্য মুরলীধর সিংও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি)-কে দিয়ে অডিট করানোর দাবি জানিয়েছেন। রামমন্দির আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী মুরলী ধর সিং দাবি করেন, গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের তর্জেই প্রধানমন্ত্রী মোদিকে রাম মন্দির ট্রাস্টের প্রধান হিসেবে মনোনীত করা হোক। পাশাপাশি, বদ্রীনাথের জ্যোতিষপীঠের হিন্দু সাধু স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী এই চুরির ঘটনার জন্য সরাসরি চম্পত রাইকে দায়ী করে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ টেনে তিনি কটাক্ষ করেন, যার নামই 'চম্পত' (যার অর্থ কিছু নিয়ে পালিয়ে যাওয়া), সেখানে এমনটাই ঘটার কথা! চম্পত রাই এই মন্তব্যের কোনও জবাব দেননি। তীব্র বিতর্কের মধ্যেই রামমন্দির নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান ও অবসরপ্রাপ্ত আমলা নৃপেন্দ্র মিশ্রের হঠাৎ দিল্লি থেকে অযোধ্যা সফর এই জল্পনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। হিন্দি দৈনিক 'দৈনিক জাগরণ' আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও) হয়তো এই অভ্যন্তরীণ তদন্তের কোনও রিপোর্ট চেয়েছে। যদিও নৃপেন্দ্র মিশ্র দাবি করেছেন তাঁর এই সফর কেবলই নির্মাণকাজের পর্যালোচনার জন্য। আগামী ১৩ জুন অযোধ্যায় নির্মাণ কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। বিজেপি নেতা ও আইনজীবীদের মতে, কোটি কোটি সনাতন ধর্মাবলম্বীর আস্থার কেন্দ্রবিন্দু এই রামমন্দির। সেখানে যদি ভক্তদের দানের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ সত্যি প্রমাণিত হয়, তবে তা কেবল একটি সাধারণ অর্থনৈতিক অপরাধ হবে না, বরং তা বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি রামভক্তের ধর্মীয় অনুভূতিতে এক চরম আঘাত হবে।

# অসমে বায়ুসেনার বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৫ জওয়ান, শুরু তদন্ত

**জোড়হাট:** জোড়হাট : অসমে বায়ুসেনার বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃত্যু হল ৫ জওয়ানের। তবে কো-পাইলট এই দুর্ঘটনা থেকে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন, তিনি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

শনিবার অসমের জোড়হাট বিমানঘাঁটিতে অবতরণের সময় ভারতীয় বিমানবাহিনীর এএন-৩২ পরিবহণ বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ভারতীয় বিমান বাহিনী জানিয়েছে, অসমের ওই দুর্ঘটনায় ৫ জন মারা গিয়েছেন। এই দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। শুরু হয়েছে তদন্ত। ভারতীয় বিমান বাহিনী শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে। মৃত পাঁচজন হলেন স্কোয়াড্রন লিডার প্রশান্ত সিং, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শুভম কুমার, সার্জেন্ট জিতেন্দ্র শর্মা, অগ্নিবীরবায়ু খেমারাম কুমাওয়াত, অগ্নিবীরবায়ু দানিশ আলম। দেশকে গত কয়েক দশক ধরে

সুনামের সঙ্গে পরিষেবা দিয়ে চলেছে এএন-৩২ বিমানগুলি। যা 'ওয়ার্কহর্স' নামেও পরিচিত। সোভিয়েত জমানায় এগুলি প্রথম তৈরির সময় ভারতীয় বাহিনীর প্রয়োজনের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। যে কোনও আবহাওয়া বা দুর্গম এলাকায় সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দিতে এর জুড়ি মেলা ভার। সাড়ে সাত টন পর্যন্ত পণ্য পরিবহণ করতে পারে। বর্তমানে বায়ুসেনার হাতে অন্তত একশটি এএন-৩২ বিমান আছে। শনিবার অসমের জোড়হাট বিমান বাহিনী ঘাঁটিতে অবতরণের (ল্যান্ডিং) সময় এই টুইন-ইঞ্জিন টার্বোপ্রপ বিমানটি দুর্ঘটনার শিকার হয়। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি এবং এই ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি (কোর্ট অব ইনকোয়ারি) গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার পর-পরই জোড়হাট বিমান ঘাঁটির রানওয়ের কিছু ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সামনে এসেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে বিমানটি আছড়ে পড়ার পর দু-টুকরো হয়ে গেছে। ক্র্যাশ-ল্যান্ডিংয়ের পরপরই আগুন নেভানো এবং উদ্ধারকাজের জন্য বিমান বাহিনীর জরুরি তৎপরতা দল (ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম) দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ছড়িয়ে পড়া ফুটেজে উদ্ধারকারীদের বিমানের আগুন নেভানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে দেখা গেছে, যা মূলত ল্যান্ডিংয়ের পরেই ছড়িয়ে পড়েছিল। রানওয়ের ঠিক পাশেই বিমানের ধ্বংসাবশেষ পড়ে থাকতে দেখা গেলেও এই ভিডিওগুলির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

# জাপান, নেপালের পরে চিন! নিষিদ্ধ ভারতের লাল লঙ্কা

**নয়াদিল্লি:** মার্কিন চাপে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ২০২৫ সাল থেকে ব্যাপকভাবে ধাক্কা খাওয়ার পর ভারতে উৎপাদিত কৃষিজ দ্রব্যই অর্থনীতির জন্য সুরাহা নিয়ে আসছিল। এবার একের পর এক এশিয়ার দেশে ভারতের কৃষিজ সামগ্রীর উপর কোপ। জাপান ও নেপালে ভারতের আম রফতানিতে নিষেধাজ্ঞার পর এবার চিনে নিষিদ্ধ হল ভারতের লাল লঙ্কা ও লঙ্কার গুঁড়ো।

সম্প্রতি চিনে ভারতে উৎপাদিত সামগ্রীর ব্যাপক পরীক্ষা হয়। সেই সূত্রে বাসমতি ছাড়া সিদ্ধ চালের বেশ কয়েকটি বৈচিত্রকে নিষিদ্ধ করেছে চিন। সেই মতো ভারতের একাধিক চাল রফতানি সংস্থাকে বরাত দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চালের পরে এবার লঙ্কা। চিনের গবেষকদের দাবি, ভারতে উৎপাদিত লাল লঙ্কায় অতিরিক্ত মাত্রায় মেটামাইডোফোস রয়েছে। এর ফলে প্রভাবিত হয় স্নায়ুতন্ত্র। এই কারণ দেখিয়ে ভারত থেকে রফতানি হওয়া তিনটি কার্গো জাহাজ সরাসরি ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে চিন। বিশ্বের এক নম্বর লাল লঙ্কা রফতানি করে ভারত। সেই সঙ্গে ভারত থেকে রফতানি হওয়া সবথেকে বেশি লাল লঙ্কা যায় চিনে। এই পরিস্থিতিতে এই জাহাজ ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া দেশের অর্থনীতির উপর বড় চাপ। ভারত থেকে রফতানি হওয়া লঙ্কার এক তৃতীয়াংশ যায় চিনে। মূলত তেজা প্রজাতির লঙ্কায় আপত্তি জানিয়েছে চিন। দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলের একটা বড় অংশে শীতে এই লাল লঙ্কার ব্যাপক চাষ হয়। চিনে রফতানি বন্ধ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সমস্যায় বড় অংশের চাষিরা। প্রশ্ন উঠছে, একদিকে যখন আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কে মেরামতি করে ভারতের বাণিজ্যের হাল ফেরাতে পারছেন না মোদি, সেই সময় একের পর এক এশীয় দেশের সঙ্গেও সম্পর্ক তলানিতে। এমনকী সরাসরি কোপ পড়তে চলেছে কৃষকদের উপর।

# দেশ বিদেশ



জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনার আবহে এবার ইরানের নিহত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের শেষকৃত্যের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হল। শনিবার তেহরান জানিয়েছে, আগামী ৪ জুলাই নিহত নেতার শেষকৃত্যের ধর্মীয় প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। তাঁকে সমাহিত করা হবে আগামী ৯ জুলাই

## মার্কিন-ইরান যুদ্ধ-শেষের খসড়া চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত, কবে হবে স্বাক্ষর?

### মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা কাটার অপেক্ষায় বিশ্ব

**ওয়াশিংটন ও তেহরান :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে চলমান যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে একটি খসড়া চুক্তির চূড়ান্ত শব্দবিন্যাসে দুই দেশই সম্মত হয়েছে বলে সর্বশেষ জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। এই ঘোষণা আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই একটি সম্ভাব্য আনুষ্ঠানিক চুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে। শাহবাজ শরিফ জানান, উভয় পক্ষই একটি চূড়ান্ত ও সর্বসম্মত খসড়া পাঠে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে এবং মধ্যস্থতাকারীরা এখন এই প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি সম্পন্ন করার জন্য কাজ করছেন। আঞ্চলিক এই মধ্যস্থতার প্রচেষ্টাকে একটি বড় ধরনের সাফল্য হিসেবে বর্ণনা করে পাক প্রধানমন্ত্রী লেখেন, শান্তি এর আগে কখনও এতটা কাছাকাছি আসেনি। ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েলের মধ্যে গত কয়েকদিনের ধারাবাহিক হামলার পর এই ইতিবাচক অগ্রগতি সামনে এল, যা এই অঞ্চলে একটি বড় ধরনের যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি করেছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও একটি চুক্তি খুব কাছাকাছি তৈরি রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। এমনকী তিনি ইরানের বিদেশমন্ত্রী

আব্বাস আরাঘচির একটি বার্তাও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পুনরায় শেয়ার করেছেন, যেখানে আরাঘচি লিখেছিলেন, চুক্তি এর আগে কখনও এত নিকটে পৌঁছায়নি। আরাঘচি ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনেও এই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন, তবে একই সঙ্গে খসড়া চুক্তির ভেতরের কিছু বিষয় নিয়ে দুই দেশের মধ্যে মতভিন্নতা থাকার কথাও উল্লেখ করেন, যার কিছু অংশ আবার ট্রাম্প আগেই ভুয়ো খবর বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ইরানি কর্মকর্তারা জোর দিয়ে জানিয়েছেন যে, খসড়া চুক্তিটি এখনও তাদের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনার অধীনে রয়েছে। ইরানের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেন, আমরা অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছি। চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে খসড়াতে কিছু পরিবর্তনের সুযোগ এখনও রয়েছে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি। তবে ইরান জানিয়েছে, সশরীরে বৈঠক ছাড়াই খুব শিগগিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হতে পারে। বিদেশমন্ত্রী আরাঘচি বলেন, সম্ভবত আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হবে।

অন্যদিকে সংবাদমাধ্যম আল আরাবিয়ার একটি সূত্র জানিয়েছে, এই স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি জেনেভায় হবে না, বরং দূরবর্তী বা অনলাইন মাধ্যমেই সম্পন্ন করা হবে। ইরান স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পারমাণবিক বিষয়টি এই তাৎক্ষণিক চুক্তির অংশ নয়। আরাঘচি জানান, বর্তমান খসড়াটির মূল লক্ষ্য হল যুদ্ধ বন্ধ করা এবং অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা; পারমাণবিক আলোচনা পরবর্তী সময়ে করা হবে। ধারণা করা হচ্ছে, এই প্রাথমিক চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর দ্বিতীয় ধাপে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পারমাণবিক বিষয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করা হতে পারে।

## ২১ জুন ফের হবে নিট-ইউজি

### প্রশ্নফাঁস নিয়ে গুজব রটছে, বলল এনটিএ

**নয়াদিল্লি:** মে মাসের পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের জেরে আগামী ২১ জুন ফের নতুন করে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নিট-ইউজির পুনর্পরীক্ষা। এর মাত্র কয়েকদিন আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশ্নপত্র পুনরায় ফাঁস হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে প্রবল উদ্বেগ ছড়িয়েছে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে। তবে এই পরিস্থিতিতে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি সোশ্যাল মিডিয়ায় ওঠা দাবিগুলি সম্পূর্ণ খণ্ডন করে একে ভুয়ো বলে উড়িয়ে দিয়েছে। এনটিএ জানিয়েছে যে পুনর্পরীক্ষার প্রস্তুতি প্রতিটি স্তরে নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থাটি জানায়, কেন্দ্র, রাজ্য এবং জেলা স্তরের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিটি পরীক্ষার্থীর জন্য একটি নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ পরীক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার দিকেই আমাদের মূল নজর রয়েছে। সেই পোস্টের জবাবে এক ব্যবহারকারী পুনর্পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র আবার ফাঁস হওয়ার ভাইরাল দাবিগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এনটিএ সরাসরি জানায়, এটি ভুয়ো।

এর আগে গত ৩ মে দেশ জুড়ে নিট-ইউজি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আসায় তা বাতিল করা হয়। শিক্ষার্থী এবং বিরোধী দলগুলির তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদের মুখে আগামী ২১ জুন এই পুনর্পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীদের ক্ষোভ প্রশমিত করতে এবং কিছুটা স্বস্তি দিতে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এবার প্রয়োজনীয় বিবরণ পূরণ এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত ১৫ মিনিট দেওয়া হবে। এদিকে গত ৩ মে-র পরীক্ষা বাতিল হওয়ার পর দেশ জুড়ে নিট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও মানসিক চাপ তৈরি হয়েছে। প্রথম পরীক্ষার মতো দ্বিতীয়বার ভালো ফল করা যাবে কিনা, সেই চিন্তায় অনেক জায়গায় পরীক্ষার্থীদের আত্মহত্যার মতো চরম পথ বেছে নেওয়ার মর্মান্তিক ঘটনাও সামনে এসেছে। নাগপুরে এক ২০ বছর বয়সি নিট পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করেন এবং তাঁর পরিবারের দাবি, সাম্প্রতিক প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তই তাঁকে এই চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে। একইভাবে কর্ণাটকের কালাবুর্গি জেলায় এক ১৮ বছর বয়সি ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর বাবার অভিযোগ, পুনর্পরীক্ষা দেওয়ার মানসিক চাপের কারণেই মেয়ে এই পথ বেছে নিয়েছে।

## পাঞ্জাবে আগাম ভোটের ইঙ্গিত কেজরির

### আপ-এর মুখ ভগবন্ত মানই

**নয়াদিল্লি:** পাঞ্জাবের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টির (আপ) মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থাকছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানই। ঘোষণা করলেন দলের জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার ভাতিন্দায় আয়োজিত একটি রোডশো থেকে এই ঘোষণা করার পাশাপাশি তিনি ইঙ্গিত দেন যে, নির্ধারিত সময়ের আগেই চলতি বছরের নভেম্বর মাসে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

পুরনিগম নির্বাচনে আপ-এর জয় উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে কেজরিওয়াল দলীয় কর্মীদের অবিলম্বে নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করার নির্দেশ দেন এবং মানকে দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, চলতি বছরের নভেম্বর মাসেই বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। আর মাত্র চার মাস বাকি আছে। আপনাদের সবাইকে শুধু একটি কাজই করতে হবে— ভগবন্ত মানকে আবারও মুখ্যমন্ত্রী বানাতে হবে। আপ শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এই বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল যে আগামী নির্বাচনে ভগবন্ত মানই পাঞ্জাবে দলের সেনাপতি হতে চলেছেন। এর আগে দলকে মানের নেতৃত্বে এগিয়ে যেতে দেখা গেলেও, নির্বাচনের বেশ কিছুদিন আগেই কেজরিওয়ালের এই প্রকাশ্য ঘোষণা মানকে দলের আনুষ্ঠানিক মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে সিলমোহর দিল।

এদিনের রোডশোতে ভগবন্ত মানের সততার ভূয়সী প্রশংসা করে কেজরিওয়াল বলেন, পাঞ্জাব ভগবন্ত মানের মতো একজন সৎ মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছে। তাঁর পুরো কার্যকালে কেউ তাঁর বা তাঁর পরিবারের দিকে আঙুল তুলতে পারেনি। যদি এমন কিছু হত, তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এতক্ষণে তাঁর পিছনে ইডি এবং সিবিআই-এর টিম লেলিয়ে দিতেন। ভগবন্ত মান একজন আপাদমস্তক সৎ মুখ্যমন্ত্রী। নিজের বক্তব্যে পাঞ্জাবের আপ সরকারের একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের খতিয়ানও তুলে ধরেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি গ্রাহকদের জন্য ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং সম্প্রতি চালু হওয়া ‘মুখ্যমন্ত্রী সেতু যোজনা’র কথা উল্লেখ করেন, যার অধীনে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই মেগা রোডশোতে মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আপ-এর পাঞ্জাব সভাপতি আমান আরোরা, পাঞ্জাব বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত নেতা মণীশ সিসোদিয়া, ভাতিন্দার মেয়র পদমজিৎ সিং মেহতা এবং তাঁর পিতা তথা আপ নেতা অমরজিৎ সিং মেহতা সহ দলের একাধিক শীর্ষস্তরের নেতা। জনসভা থেকে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করে কেজরিওয়াল আপ-এর সঙ্গে অন্যান্য দলগুলির পার্থক্য স্পষ্ট করার চেষ্টা করেন। বিরোধীদের খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, পাঞ্জাবে মোট চারটি দল রয়েছে— প্রথমটি হল ইডি পার্টি, দ্বিতীয়টি হল ধর্মীয় অবমাননা ও মাদকের পার্টি, তৃতীয়টি হল ঝগড়াটে পার্টি— যাদের নেতারা নিজেদের মধ্যেই সারাক্ষণ লড়াই করেন, আর চতুর্থটি হল আপ, যা সাধারণ মানুষের দল এবং একটি পরম সৎ দল। উল্লেখ্য, পাঞ্জাবে নির্ধারিত সময়ের আগে ভোট হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে সম্প্রতি শিরোমণি অকালি দলের সভাপতি সুখবীর সিং বাদল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবনীত সিং বিট্টু এবং বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেতাও সরব হয়েছেন এবং নিজেদের কর্মীদের আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

## বাড়িতে প্রতিহিংসার তল্লাশি

(প্রথম পাতার পর)

সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগের ভিত্তিতে কালীঘাটের বাড়িতে পুলিশ হানা দেয়। মধ্যরাতেই অভিষেকের বাড়িতে পৌঁছে যায় শালবনি থানার পুলিশ। সকাল থেকে সার্চ অভিযান শুরু হয়। সূত্রের খবর, গেটের তালা ভেঙে বাড়িতে ঢোকে পুলিশ। সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কর্মীরা। পৌনে ৬টা নাগাদ পৌঁছে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বেরিয়ে যায় পুলিশ। অভিযুক্ত সুমিতের খোঁজ মেলেনি। সিজার লিস্টেও সে-কথার উল্লেখ রয়েছে। পুলিশ বেরিয়ে যাওয়ার পর ক্ষুব্ধ অভিষেক জানান, তালা ভেঙে ওঁরা ঢুকেছেন, গোটা বাড়ি তল্লাশি হয়েছে। কিন্তু কেন তল্লাশি হয়েছে সেটা ওঁরাই ভাল বলতে পারবেন।

## মুখের গ্রাস কাড়ল বিজেপি

(প্রথম পাতার পর)

মূল্যবৃদ্ধি এবং উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়াকেই। মিলে এখনও কয়েকদিন কাজ চালানোর মতো পর্যাপ্ত কাঁচামাল মজুত ছিল। তার পরও আচমকা মিল বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেপথ্যে অন্য কারণও থাকতে পারে বলে তাঁদের সন্দেহ। বকেয়া মজুরি এবং অন্যান্য আর্থিক প্রাপ্য না মিটিয়েই তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে মিলে। ফলে একদিকে কাজ বন্ধ, অন্যদিকে প্রাপ্য অর্থ না পাওয়ার আশঙ্কায় কার্যত দিশাহারা শ্রমিক পরিবারগুলি।

শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ, সম্প্রতি গজিয়ে ওঠা বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের সক্রিয়তা এবং লাগাতার সংঘাত মিলের স্বাভাবিক কাজের পরিবেশে প্রভাব ফেলেছে। তারপর বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই জুটমিল বন্ধে তাঁরা দায় এড়াতে পারে না। শ্রমিকদের সমস্যা মেটানোর কোনও দাওয়াই নেই তাদের কাছে। বাংলার প্রাচীন শিল্পকে বাঁচানোর প্রয়াস কোথায় রাজ্যের বিজেপির সরকারের?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্প্রতি মেচেদার একটি সাহিত্যের আসরে প্রকাশিত হয়েছে কবি অক্ষয়কুমার মিশ্র-র কাব্যগ্রন্থ ‘এ এক ক্লান্ত দুঃসময়’। সমাদৃত হয়েছে পাঠকমহলে



# প্রাকৃতিক সহাবস্থানের সুসংহত নকশা

জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষায় পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের ‘স্পেস’ নিশ্চিত করাই সুস্থায়ী ভবিষ্যতের অনন্য চাবিকাঠি। বিজ্ঞানী লেখক ড. টি ভি সজীব তাঁর সাম্প্রতিক বইতে ওই নির্দিষ্ট স্পেসের নকশা বানিয়ে পরিবেশন করেছেন। সহাবস্থানের ওই সূক্ষ্ম নকশাটি উন্মোচন করলেন **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

সুবিশাল ধরিত্রী যেন এক নিপুণ নকশার শৈল্পিক কারুকৃতি। এই ধরাতলে প্রকৃতির বুকে পিঁপড়ে থেকে হাতি, দূর্বা থেকে অশ্বত্থ, মাইক্রোবস্ থেকে মানুষ— প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব একটি ভূমিকা, এবং নির্দিষ্ট একটি ‘স্পেস’। সেই স্পেসের মধ্যেই প্রকৃতি গড়ে তুলেছে তার সহাবস্থানের সরগম। এক প্রজাতির ক্ষতি যখন অন্য প্রজাতির অস্তিত্ব বিনষ্ট করে, তখনই নড়বড়ে হয়ে যায় ভারসাম্য, ভেঙে পড়ে এই সূক্ষ্ম নকশা। একজন বিজ্ঞানীর মননে, প্রকৃতির বুকের প্রতিটি সত্তা যেন একেকটি সুর, আর সেই সুরের তালেই তৈরি হয় জীববৈচিত্র্যের গান। সেই গানকে বাঁচিয়ে রাখাই আজ আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

বলা ভাল সম্প্রতি বিজ্ঞানী ড. টি ভি সজীব তাঁর প্রবন্ধ সমগ্র “এল্লাভার্ক্কুম ইড়ামুল্লা ভূপাড়াঙ্গাল” প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে জীববৈচিত্র্যের গানটিকে সংরক্ষণ করারই দৃপ্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন মানুষের জন্য কেরালার অদ্বিতীয় জীববৈচিত্র্যের যে ক্ষতিসাধন হয়েছে, তা আমাদের সৎকর্মের মধ্য দিয়েই পুনুরুদ্ধার করা সম্ভব। বইটির প্রতিটি লেখায় তিনি সকলকে ডাক দিয়েছেন, কেরালার জীববৈচিত্র্য কে টিকিয়ে রাখে যে সূক্ষ্ম জীবনের জাল তাকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সংরক্ষণ করার জন্য।

তরঙ্গায়িত মনোরম ভূপ্রকৃতি, সেখানে বৈচিত্র্যময় পশ্চিমঘাট পর্বতমালা তাঁর কোমল স্পর্শে দৃশ্যপট আরও উজ্জীবিত করে তুলেছে; স্থানীয় পাখির কলতান থেকে বিচিত্র গাছের খসখসে পাতার মধুর আওয়াজ, কিংবা সামঞ্জস্যপূর্ণ বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি উপাদানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বাহার নিশ্চিত ভাবেই কেরালাকে করে তুলেছে অনন্য। তবে দুঃখের বিষয় সাধারণ মানুষের অনৈতিক এবং স্বার্থান্ধ কাজকর্মের

ড. টি ভি সজীব

খেসারতে দিনদিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেরালার প্রাকৃতিক সহাবস্থানের সুসংহত নকশা। বিজ্ঞানী সজীবের আন্তরিক প্রচেষ্টা ওই জীববৈচিত্র্যের রক্ষণাবেক্ষণ ও তার সংরক্ষণ।

প্রকৃতির প্রতিটি সত্তার আছে নিজস্ব স্থান— সেই ভারসাম্যই সভ্যতার স্থায়িত্ব। সহাবস্থানের সূত্রেই টিকে আছে প্রকৃতির জটিল যৌগিক সৌন্দর্য। যেখানে বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি উপাদান একেকটি রঙ, আর প্রকৃতি সেই রঙের চিত্রশিল্পী। সহাবস্থান না থাকলে, হয়তো প্রকৃতির সিম্ফনিও থেমে যাবে কোনও একদিন, নেমে আসবে অস্তিত্বের সংকট! তাই আমাদের প্রত্যেকের জীববৈচিত্র্যের খেয়াল রাখা একান্তই জরুরি। ড. সজীব বইটির মধ্যে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে এই আহ্বানই রেখেছেন। বইটি নিছকই কোন প্রবন্ধ সংকলন নয়; বইটি বিজ্ঞান, সাহিত্য ও পরিবেশগত দায়িত্বশীলতার আন্তরিক আবেদনের একটি সুষম মিশ্রণ।

ড. সজীবের লেখা বইটি মালয়ালম সাহিত্যের অসাধারণ নির্দশন হয়ে ধরা দিয়েছে পাঠক মহলে। লেখার স্তরে স্তরে চিত্র ও আবেগের সংমিশ্রণে বইটি এক অনন্য বৈজ্ঞানিক পরিবেশন। বর্তমানে ড. টি ভি সজীব কেরালা ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে একজন সিনিয়র প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট হিসেবে কর্মরত। তাঁর দীর্ঘ ২৮ বছরের গবেষণাপর্ব মূলত এনভায়রনমেন্ট, ফরেস্ট হেল্থ, বনাঞ্চলে কীটপতঙ্গের জীবনযাপন, ভূপ্রকৃতির বিভাজন, এন্টোমলজি, জৈবিক ক্ষতিকারক প্রজাতির পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে সামাজিক জীবনের যোগসাজশ ও তার প্রাসঙ্গিকতার উপরই ন্যস্ত ছিল। প্রায় নব্বই টির উপর গবেষণা পত্র, ছ'টি বই, একটি বুক চ্যাপ্টার তাঁকে মালয়ালম বিজ্ঞান-সাহিত্যের অন্যতম প্রাণপুরুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

কেরালার জীববৈচিত্র্য টিকিয়ে রাখার এই চিন্তা তাঁর দু'দশক অতীতের, তখন তিনি বনজ কীটপতঙ্গ, আক্রমণকারী উদ্ভিদের নানা প্রজাতির আগ্রাসী বিচরণ, এবং জীববৈচিত্র্য ও বনভূমির স্বাস্থ্যের যৌগিক ক্রিয়া গুলো নিয়ে নিবিড় গবেষণা শুরু করেছিলেন। কেরালার প্রকৃতিতে দেখতে বাহারি অথচ ক্ষতিকারক সোনালু সেন্না বা হলুদ সেন্না( সেন্না স্পেক্টাবিলিস) নামে ডাল জাতীয় গাছ ও আমেরিকান লতা বা কুঁড়ি লতা (মিকানিয়া মাইক্রান্থা) নামে সূর্যমুখী গোত্রের লতানো গাছের আগ্রাসী বিচরণ অন্য স্থানীয় প্রজাতির অস্তিত্বকে মারাত্মক বিপদে ফেলে দিচ্ছে, এই ঘটনা ড. সজীবকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর আশঙ্কা এইরকম ‘ইনভেসিভ প্লান্টে’র আগ্রাসনের ফলে জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে ধীরে ধীরে। মনে রাখা প্রয়োজন, তিনি শুধুমাত্র একজন বিজ্ঞানী কিংবা গবেষক নন, তিনি পরিবেশ সংরক্ষণের পক্ষে একজন দৃঢ় কণ্ঠ। তার উপর পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অঞ্চলে পাথর, খনিজ, কিংবা অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থ আহরণের উদ্দেশ্যে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের অবৈধ খননের জন্য যে বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয় ও ভূমিধস দেখা যাচ্ছে, তা ড. সজীবের মানবিক সত্ত্বাকে আরও উদ্দীপিত করে তুলেছে। এইসব নানা কারণের মানসিক পীড়নই তাঁর লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে।

নিঃসন্দেহে ড. সজীবের লেখা বইটি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আমাদের সকলের অবিচ্ছেদ্য অংশীদারির কথা তুলে ধরে। বইটির বৈজ্ঞানিক অথচ সাহিত্য রসময় উপস্থাপনা মন ছুঁয়ে যায়। সুসংজ্ঞাত তথ্যে পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব জাগিয়ে তোলে, বইটি মানবিক আবদনে সকলের সামনে প্রাকৃতিক সহাবস্থানের সুসংহত নকশা তুলে ধরে আমাদেরকে পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে। ঠেলে দেয় আমাদের বাস্তুতন্ত্রের পরিকাঠামো সংরক্ষণ-যজ্ঞে।

## অমিয় প্রভা

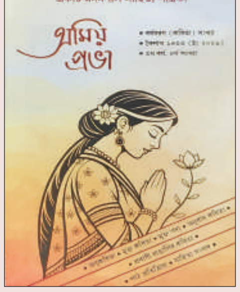


» একটি মননশীল পত্রিকা তিন বছর ধরে প্রকাশ করে চলেছেন বাসুদেব সেন। এবারের ‘অমিয় প্রভা’ কবিতা সংখ্যা সম্পাদনা করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন— কবিতা সংখ্যায় কবিতার বিভিন্ন পথ যেমন দীর্ঘ কবিতা, অণু কবিতা, অনুবাদ কবিতা, মুক্ত কবিতা এবং মুক্তগদ্য রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আবার অনেক ভাল ভাল কবিতাও যে তাঁরা পেয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। লন্ডন থেকে শুভ্রা দে, নিউ ইয়র্ক থেকে হাসান আল আব্দুল্লাহ, আবুধাবি থেকে সপ্তদীপা অধিকারী, বাংলাদেশ থেকে সুকান্ত বিশ্বাস তো বটেই, এখানকার প্রবীর দাস, দুলাল সমাদ্দার, হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুমঙ্গল বিশ্বাস, অর্চনা দে বিশ্বাসদের কবিতাগুলিও পড়তে বেশ ভাল লাগে। সমরেন্দ্র বিশ্বাসের হাইকু, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের লিমেরিক এবং স্বয়ং সম্পাদকের সনেট পাঠকহৃদয়ে অন্য তরঙ্গের মূর্ছনা তৈরি করতে পারে এবং ভিন্ন স্বাদ যে তা বলাই বাহুল্য। ৫৬ পাতার পত্রিকাটির বিনিময়মূল্য ১০০ টাকা।

## যা ইচ্ছে তাই

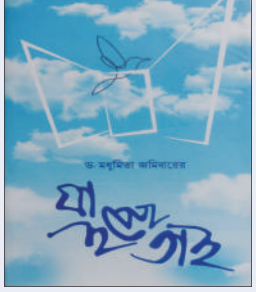


» আশৈশব সঙ্গীতচর্চার পাশাপাশি সাহিত্যানুরাগী মধুমিতা জমিদার সমস্ত কাজকর্ম সামলে লেখালিখিতেও অক্লান্ত। ছাত্রীবেলাতেই শুরু করেছিলেন গল্প লেখা। তারপর ছাত্র-ছাত্রী পড়াতে পড়াতেও সেই গল্প লেখা চলেছে সমানতালে। গানবাজনার চর্চা তো আছেই বিশ্বভারতীর প্রাক্তনীর। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখতে লিখতে এবং লেখা জমতে জমতে পু-STOCK প্রকাশন সংস্থা প্রকাশ করে ফেললেন ‘যা ইচ্ছে তাই’। কুড়িটি গল্পের সংকলন। প্রথম গল্প ‘রিক্সাভাসুরপো’। শেষ গল্প ‘মা’। মাঝে আছে ‘হারুদা’, ‘চুলকানি’, ‘চুন্নু’, ‘প্রেম’, ‘সংসার’-এর মতো সব গল্প। প্রতিটি গল্পেই পাঠক-মন ছুয়ে যাওয়ার চেষ্টা আছে গল্পকারের। যেখানে জানা-অজানা চেনা-অচেনা হাসি-কান্না-সহ নানান রকমের বিপত্তি বা ঘটনাক্রমের মুখোমুখি হওয়া যা পাঠককে টেনে রাখবে শেষ পর্যন্ত। আর ২৫০ টাকা দামের ১১২ পাতার গল্পের বইটিতে অন্যমনস্ক হওয়া সম্ভাবনাও বেশ কম।

## আনন্দধারা

» ‘পরকীয়ায় মন মজিয়ে/ কোথায় গেল চলে/ তখন সবাই দোষ দিলে/ ওই যত নষ্টের গোড়া মোবাইলে।’-- রানী ভবানী মিশ্রের অনুভব ‘আনন্দধারা’র ১৪তম বর্ষের সংখ্যায়। ‘মাটির নিচে সোনার ধন কেবলই হচ্ছে লুট/হিংলার বুকে চিক চিক করে না তো বালি...’ সম্পাদক সত্যজিৎ দাসের সাহসী কলমে চাপা স্বীকারোক্তি আমাদের বারংবার ভাবিয়ে তোলে। ৫৩টি কবিতাতে এইরকম ঘটনাক্র নানাভাবে এসেছে সমসত্যের নামতা। গল্পের চ্যাপ্টারে সজল কর্মকার, গীতিকা কোলে, দেবীপ্রসাদ মণ্ডল, সুজাতা আচার্য, মালতী ঘোষেরা বলেছে কাহিনীমালা। তাঁদের গল্পগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও ঠাসবুনটে ধরেছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের পারিপার্শ্বিক চেনাজানাদের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে থাকা ঘটনাস্রোতকে। ধরা হয়েছে মনীষীদের। ১৫০ টাকায় ১১২ পাতার ডাবল ক্রাউন সাইজের পত্রিকা সংগ্রহ করে পাঠক আনন্দ পাবেন।

# মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
14 June, 2026 • Sunday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

## ছবিতে বিশ্বকাপ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কাউন্টি ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচেই ৩ উইকেট শিকার মানব সুতারের



# ভারতকে জেতালেন শুভমন

আফগানিস্তান ১৯৪ (২৪.৫ ওভার)
ভারত ১৯৫/৩ (২২.৫ ওভার)

**ধর্মশালা, ১৩ জুন :** রোহিত শর্মার (১৬) রান আউট আর শ্রেয়স আইয়ারের (১২) ১৫ বলের ইনিংস ছাড়া শনিবার সবকিছু ভাল গেল শুভমন গিলদের। বৃষ্টির ধর্মশালায় ২৫ ওভারের ম্যাচে অধিনায়ক স্বয়ং শুধু ৬৬ বলে ৮৪ করে নট আউট থাকলেন না, ভারতকে ৭ উইকেটে জিতিয়ে সিরিজও ১-০ করে ফেললেন।ঈশান কিশান ২২ বলে ৩৪ করেছেন। শেষদিকে অধিনায়কের সঙ্গে তাঁর ডেপুটি কে এল রাহুল নট আউট ছিলেন ৩৯ রানে। তবে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের সবটাই এদিন শুভমন। ম্যাচের সেরা হয়ে বললেন, উইকেট ভালই ছিল। তবে অধিনায়ককে বেশি উচ্ছ্বসিত দেখাল স্লিপে অসাধারণ ক্যাচ নেওয়ার জন্য। বলছিলেন, এরকম একটা ক্যাচ ধরার স্বপ্ন ছিল। হয়ে গেল।শুভমন বিকেলে টসে জিতে বলেছিলেন, আমরা আগে বল করব। একটু মেঘলা। সিমাররা হয়তো সুবিধা পাবে। কথা মিলে গেল। ৪.৩ ওভারের মধ্যে ২৬/৩ হয়ে যায় আফগানিস্তান। ভারত এদিন জোড়া নতুন মুখ নিয়ে মাঠে নেমেছিল। গুরনুর ব্রার, হর্ষ দুবে আসায় বাইরে থাকলেন যশস্বী জয়সোয়াল, প্রিন্স যাদব ও কুলদীপ যাদব। প্রথম তিনটি উইকেটের মধ্যে দুটি উইকেট নেন অর্শদীপ সিং। অন্যটি নেন গুরনুর। তবে ৩ উইকেট চলে যাওয়ার রহমানুল্লাহ গুরবাজ ও অধিনায়ক হসমতুল্লাহ শাহিদি মিলে ১১৬ রান যোগ করে সামলে নেন। গুরবাজ ১০২ রান করেছেন। শাহিদির ২৭ ও ওমরজাইয়ের ২৬। বাকিরা কেউ গুরনুর (৩/২৭), হর্ষ (৩/৪৭), নীতীশ (২/৩১) ও অর্শদীপের (২/২৭) সামনে সুবিধা করতে না পারায় আফগান ইনিংস শেষ হয়েছে ১৯৪ রানে।বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল কিনা কে জানে! কিন্তু বৃষ্টি খুব ভোগাল শনিবার। ঠিক সময়ে টস তো দূরের কথা খেলাও শুরু করা যায়নি। লাগাতার বৃষ্টি হয়েছে, তবে উইকেট ও আউটফিল্ড ঢাকার ব্যবস্থা এখানে ভাল। আধুনিক সব ব্যবস্থা রয়েছে এই মাঠে। উইকেট অবশ্য অনেকগুলি কভারের তলায় ঢাকা ছিল। ফলে সামান্য আর্দ্রতা ছাড়া বিশেষ সমস্যা হয়নি।খেলা শুরু হয়েছিল দু-ঘণ্টারও বেশি দেরিতে। ঠিক হয় ২৫ ওভারের ম্যাচ হবে। পাঁচ জন বোলার সর্বাধিক পাঁচ ওভার করে বল করেছেন। পাওয়ার প্লে ছিল পাঁচ ওভারের। ২০২৭ বিশ্বকাপের আগে ভারত যে ২৫টি একদিনের ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছে, এটা তার অন্যতম। কিন্তু মেগা টুর্নামেন্টে যাঁদের খেলা নিয়ে বিশেষ সংশয় নেই সেই বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়া, মহম্মদ সিরাজ এই সিরিজে নেই।

চার মারছেন গিল। শনিবার ধর্মশালায়।

# মেয়েদের বিশ্বকাপে আজ ভারত বনাম পাকিস্তান

**বার্মিংহাম, ১৩ জুন :** রবিবার মেয়েদের টি-২০ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে ভারত। বার্মিংহামে হরমনপ্রীত কৌরদের প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান। পরিসংখ্যান বলছে, মেয়েদের কুড়ি বিশের ক্রিকেটে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৬ বার খেলে ১৩ বারই জিতেছে ভারত। গত বছর একদিনের বিশ্বকাপ জিতেছিলেন হরমনপ্রীতরা। তাই এই বিশ্বকাপেও ভারতীয় দলকে নিয়ে প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে।

তবে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে নামার আগে দুই ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ও শেফালি ভার্মার ফর্ম নিয়ে চিন্তায় রয়েছে ভারতীয় শিবির। তবে ছন্দে আছেন হরমনপ্রীত। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া অর্ধশতরান করেন। জেমাইমা রডরিগেজ, রিচা ঘোষরাও ব্যাট হাতে ফর্মে রয়েছেন। তবে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ফাতিমা সানারা। দারুণ ছন্দে আছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক ফাতিমা।

ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগে জেমাইমা বলেছেন, আমরা ভারত-পাকিস্তানের ইতিহাস জানি। জানি ফ্যানরা কী প্রত্যাশা করে। এমনকী আমার বিল্ডিংয়ের ওয়াচম্যান বলে, যার কাছে খুশি হারো, কিন্তু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয়! এই চাপ থাকে, কারণ সবাই ক্রিকেট ভালবাসে। সবাই এই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতা উপভোগ করে। জেমাইমা আরও বলেন, ট্রফিটা হাতে তোলাই লক্ষ্য। আমরা একসঙ্গে বসে ট্রফি দেখার চেষ্টা করি। আমাদের বিশ্বাস, দূরে একটা কিছু নির্দিষ্ট করে নিলে, আমরা সেই দিশাতেই এগোব। এটাই আমাদের দলের থিম। আমরা ২০২৫ একদিনের বিশ্বকাপের সময়ও এটা করেছি।

সাংবাদিক সম্মেলনে হরমনপ্রীত, শনিবার।

## সিন্ধুর বিদায়

**সিডনি, ১৩ জুন :** শেষরক্ষা হল না। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সুপার ৫০০ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে হার পিভি সিন্ধুর। জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় তারকা শনিবার কোর্টে নেমেছিলেন জাপানের আকানে ইয়ামাগুচির বিরুদ্ধে। কিন্তু ২০-২২, ২১-২১ গেমে হেরে টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেলেন। ফলে আরও একটা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট থেকে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে সিন্ধু। অথচ ম্যাচের শুরুটা দুর্দান্ত করেছিলেন সিন্ধু। প্রথম গেমে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। তবে দ্বিতীয় গেমে জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বী গতি এবং নিখুঁত প্লেসিংয়ের কোনও জবাব ছিল না সিন্ধুর কাছে।

## ফিট হর্ষিত

**নয়াদিল্লি, ১৩ জুন :** ভারতীয় দলের জন্য সুখবর। চোটমুক্ত হর্ষিত রানা। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তৃতীয় একদিনের ম্যাচের আগে যোগ দেবেন ভারতীয় শিবিরে। গত টি-২০ বিশ্বকাপের আগে হাঁটুতে চোট পান জোরে বোলার। কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আইপিএলও খেলতে পারেননি। বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, হর্ষিতকে একদিনের সিরিজের শুরুতেই দলের সঙ্গে যোগ দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু হর্ষিত আরও কয়েক দিন বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে থাকতে চায়। এখন প্রতি দিন ১০ ওভার মতো বল করছে।

## ভেনুতে প্রশ্ন

**মুম্বই, ১৩ জুন :** আয়ারল্যান্ড সফরে দুটি টি ২০ ম্যাচ রয়েছে বেলফাস্টে। কিন্তু সেখানে জাতিগত দাঙ্গা চলছে। ছুরিকাহতের মতো ঘটনা ঘটেছে। ক্রিকেট আয়ারল্যান্ড ইতিমধ্যেই যা নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে। ভারতীয় বোর্ডও পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। প্রয়োজনে খেলা অন্য শহরে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। ইংল্যান্ড যাওয়ার আগে ২৬ ও ২৮ জুন বেলফাস্টে দুটি টি ২০ ম্যাচ খেলবে ভারত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্রিকেট দলের নিরাপত্তা নিয়ে বোর্ড কর্তারা উদ্বিগ্ন। এজন্য নিরাপত্তা অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। ক্রিকেট আয়ারল্যান্ড জানিয়েছিল, বেলফাস্টের যে অঞ্চলে জাতিগত বিদ্বেষ ছড়িয়েছে সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে। রবিবার বেলফাস্টে সিনিয়র কাপ ও ন্যাশনাল কাপের খেলা রয়েছে। পরিস্থিতি কি দাঁড়ায় সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।

# নিজের গোল নয়, কাপ চান এমবাপে

**ম্যাসাচুসেটস, ১৩ জুন :** ২০১৮ সালে অভিষেক বিশ্বকাপেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালে হ্যাটট্রিক করেও, রানার্স হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। তাই এবার যেভাবে হোক ফ্রান্সকে বিশ্বকাপ জেতাতে মরিয়া কিলিয়ান এমবাপে। তারজন্য তিনি যদি গোটা টুর্নামেন্টে একটিও গোল না করেন, তাতেও আপত্তি নেই ফরাসি তারকার।

বুধবার রাতে সেনেগাল ম্যাচ দিয়ে কাপ অভিযান শুরু করবে ফ্রান্স। এখনও পর্যন্ত দুটো বিশ্বকাপ মিলিয়ে ১২ গোল করা এমবাপে বলছেন, আমার সৌভাগ্য যে, এই বয়সেই দুটো বিশ্বকাপ খেলে ফেলেছি। চার বছর আগের ফাইনাল হারের যন্ত্রণা এখনও স্মৃতিতে টাটকা। এবার যে কোনও মূল্যে ফ্রান্সকে চ্যাম্পিয়ন করতে চাই। বিনিময়ে গোটা টুর্নামেন্টে আমি একটিও গোল করতে না পারি, তাতেও আপত্তি নেই। লক্ষ্য একটাই কাপ নিয়ে দেশে ফেরা।

২৭ বছর বয়সী ফরাসি তারকার সংযোজন, বিশ্বকাপ জেতা কতটা কঠিন, সেটা আমি ভাল করেই জানি। এই নিয়ে তৃতীয়বার বিশ্বকাপ খেলব। কিন্তু সাফল্যের খিদে, আবেগ এবং উত্তেজনা অভিষেক বিশ্বকাপ খেলার মতোই অনুভব করছি। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সতীর্থদের অনুপ্রাণিত করতে চাই। এমবাপে আরও বলেছেন, বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে প্রত্যেকটি ম্যাচের গুরুত্ব অপরিসীম। একটা খারাপ ম্যাচ মানেই লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাওয়া। তাই আমাদের গোটা টুর্নামেন্টে ফোকাস ধরে রাখতে হবে। নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। যদি সবাই মিলে একজোট হয়ে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে পারি, তাহলে সাফল্য আসবেই।

# কোচ বা মেন্টর নন, সবই ছিলেন তিনি

## যশপালকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ মনু

**নয়াদিল্লি, ১৩ জুন :** কোচ যশপাল রানাকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন মনু ভাকের। দুটি অলিম্পিক পদক জয়ী শুটার বলেছেন এটা অপূরণীয় ক্ষতি। সোশ্যাল মিডিয়ায় যশপালের সঙ্গে নিজের একাধিক ছবি দিয়েছেন মনু। আকস্মিক এই ঘটনায় তিনি বিধ্বস্ত।

জার্মানির টুর্নামেন্ট থেকে ফেরার পথে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন যশপাল। দিল্লির হাসপাতালে তাঁর স্টেন্ট বসেছিল। তিনি সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। সুস্থ হওয়ার আগেই ৪৯ বছর বয়সে তাঁকে চলে যেতে হল। মনু বলেছেন, আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য খবর। আমি ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করছি। উনি শুধু আমার কোচ বা মেন্টর ছিলেন না, উনি ছিলেন আমার বন্ধুও। অনেকের থেকে বেশি আমকে বুঝতেন।

যশপাল মনুর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছিলেন। যার জোরে স্বাধীনতার পর প্রথম ভারতীয় মহিলা খেলোয়াড় হিসাবে এ অলিম্পিকে দুটি পদক পেয়েছিলেন। মনু বলেছেন, একটা সময় হত যে তিনি খুব কড়া হতেন। আবার এমন হত তিনি সব কথা সহজভাবে শুনতেন। উনি সবসময় আমাকে সেরা হতে উৎসাহ দিতেন। এখন বুঝতে পারছি ওর প্রতিটি শিক্ষার একটা কারণ ছিল। আবার যখন ওর সঙ্গে প্র্যাকটিস শুরু হয় মনে হয়েছিল যেন ঘরে ফিরলাম। কখন আমি আত্মবিশ্বাসী আর কখন নাভাস সেটা বুঝতেন। কখন আমার ওর সাহায্য দরকার হবে সেটাও জানতেন। উনি সেরাটা বের করে আনার রাস্তা জানতেন।

ব্যক্তিগত অর্জন নয়, ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ জেতাতে চাই: ভিনিসিয়াস জুনিয়র

# আমেরিকার চার গোল, চিন্তা পুলিসিচকে নিয়ে

জোড়া গোলদাতা ফ্লোরিয়ান বালোগুনকে (২০ নম্বর জার্সি) নিয়ে উচ্ছ্বাস সতীর্থের। বিশ্বকাপে প্যারাগুয়ে ম্যাচে।

**ক্যালিফোর্নিয়া, ১৩ জুন :** প্যারাগুয়েকে দাঁড়াতেই দিল না আমেরিকা। খেলার ফল ৪-১। কিন্তু এমন দাপুটে জয়ের পরেও চিন্তা থেকে গিয়েছে ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচকে নিয়ে। চোটের জন্য তাঁকে দ্বিতীয়ার্ধে তুলে নিতে হয়েছে।

কোচ মরিসিও পচেত্তিনো অবশ্য ব্যাপারটাকে হালকা করে দিয়েছেন এই বলে যে, পুলিসিচের কাফ মাসলে কিক লেগেছিল। তাতে জায়গাটা শক্ত হয়ে যাওয়ায় আমরা আর ঝুঁকি নিইনি। খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে এই সতর্কতা নিতেই হয়।

২৭ বছরের পুলিসিচ বর্তমান আমেরিকান দলের অন্যতম ভরসা। প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধেও তিনি নজর কেড়েছেন। আর যে ফুটবলার সবার প্রশংসা পেয়েছেন তিনি হলেন ফ্লোরিয়ান বালোগুন। এই বালোগুন দুটি গোল করেছেন। তবে প্রতিপক্ষকে নিরন্তর চাপের মধ্যে রেখেছিলেন পুলিসিচ। খেলার শুরু থেকে আমেরিকার সবকটি আক্রমণের মাথা ছিলেন তিনি।

৭ মিনিটে আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় আমেরিকা। ৩১ মিনিটে ২-০ করেন বালোগুন। অ্যাডেড টাইমে দু'জনকে কাটিয়ে গোলসংখ্যা বাড়ান তিনি। ৭৩ মিনিটে মরিসিও মাগালায়েস প্যারাগুয়ের হয়ে ব্যবধান কমিয়েছিলেন। কিন্তু ম্যাচে ফিরিয়ে আনতে পারেননি। এই ম্যাচে আমেরিকার চতুর্থ গোলটি করেছেন জিও রেয়ান।

কোচ পচেত্তিনো দ্বিতীয়ার্ধে পুলিসিচকে তুলে নিয়ে নামান সেবাস্তিয়ান বারহাল্টারকে। তিনি খারাপ খেলেননি। আমেরিকা পরের ম্যাচ খেলবে সিয়াটেলে।

## ঘানার টমাস ভিসা পেলেন না

**টরন্টো, ১৩ জুন :** ধর্ষণ এবং যৌন হেনস্থার একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তাই ঘানার মিডফিল্ডার টমাস পার্টির ভিসার আবেদন খারিজ করে দিল কানাডা সরকার। এর ফলে আগামী ১৭ জুন পানামার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না পার্টি।

৩২ বছর বয়সী ঘানাইয়ান মিডফিল্ডারের বিরুদ্ধে ২০২৫ সালে ইংল্যান্ডে পাঁচটি ধর্ষণ ও একটি যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠে পার্টের বিরুদ্ধে। ২০২১-২০২২ সালে লন্ডনে তিনি এই ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে অভিযোগ। এরপর ২০২০ সালে আরও একটি ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। জামিনে ছাড়া পেলেও ইংল্যান্ডের আদালত তাঁর উপর কিছু বিধিনিষেধ জারি করেছে। চলতি বছরের নভেম্বরে ফের পার্টের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে। তাই ঘানার বাকি ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফদের ভিসা দিলেও, পার্টির ভিসার আবেদনে সাড়া দেয়নি কানাডা সরকার। তবে পানামা ম্যাচ খেলতে না পারলেও, গ্রুপের বাকি দুই ম্যাচ খেলতে সমস্যা হবে না পার্টির। কারণ ইংল্যান্ড ও ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে এই দু'টি ম্যাচ হবে আমেরিকার মাটিতে। প্রসঙ্গত, পার্টি ঘানার হয়ে ৫৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। তিনি দলের সহ-অধিনায়কও।

# খোয়া গেল কেনদের প্র্যাকটিস কিটস ও বুট

**কানসাস সিটি, ১৩ জুন :** বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচের আগে চাপে হ্যারি কেনরা। বুধবার রাতে ক্রোয়েশিয়া ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করছে ইংল্যান্ড। তার আগে কেনদের প্র্যাকটিসের বেশ কিছু সরঞ্জাম খোয়া গিয়েছে! এর ফলে ব্যাহত হয়েছে ক্রোয়েশিয়া ম্যাচের প্রস্তুতি।

আমেরিকার কানসাস সিটিতে বিশ্বকাপের ঘাঁটি করেছে ইংল্যান্ড। সেখানেই অনুশীলন করছেন ইংল্যান্ডের ফুটবলারেরা। কানসাস সিটি থেকে যাতায়াত করে ম্যাচ খেলবেন তাঁরা। প্রথম ম্যাচের আগে সেখানে পৌঁছোনোর কথা ছিল অনুশীলনের কিছু সামগ্রী। তার মধ্যে কিছু জিনিস রাস্তায় চুরি হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। চুরি গিয়েছে প্র্যাকটিসের বল, ফুটবলারদের বুট-সহ বেশ কিছু জিনিস। ক্ষতির পরিমাণ ঠিক কত, তা জানায়নি ইংল্যান্ড ফুটবল ফেডারেশন (এফএ)। তবে জানা গিয়েছে, মিসৌরির সয়োপ সকার ভিলেজে যাওয়ার পথে গাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে এফএ কর্তারা সময় নষ্ট করতে চাননি। নতুন করে সব ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ব্রিটিশ মিডিয়ার খবর, হ্যারি কেন এবং জুড বেলিংহ্যামের বুট পাওয়া যায়নি। নতুন বুটের সঙ্গে তাঁদের এখন মানিয়ে নিতে হচ্ছে। প্র্যাকটিসের বেশ কিছু বল, ম্যাসাজ টেবিল, হোয়াইট বোর্ড, বিশ্লেষণ সামগ্রী এবং প্রয়োজনী জিনিস পাওয়া যায়নি। এর ফলে প্রথম ম্যাচের প্রস্তুতি নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়ে ইংল্যান্ড শিবির। এই ঘটনায় হতাশ ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুখেল।

# কোনওমতে রক্ষা কানাডার

**টরন্টো, ১৩ জুন :** বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করল বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক কানাডা। টরন্টোয় আয়োজিত ম্যাচে শুরু থেকেই দাপট দেখিয়েছে কানাডা। কিন্তু একগাদা সুযোগ নষ্টের খেসারত দিতে হল ড্র করে।

ম্যাচের শুরু থেকে কানাডার দাপট ছিল বেশি। বসনিয়ার তুলনায় অনেক বেশি আক্রমণ করছিল তারা। কিন্তু সুযোগ নষ্টের পরিমাণও ছিল বেশি। ২১ মিনিটে খেলার গতির বিপরীতে গোল করে ফেলে বসনিয়া। কর্নার থেকে ফ্লিক করেছিলেন বসনিয়ার এক ফুটবলার। গোলের একদম সামনে ছিলেন জোভো লুকিচ। তিনি সহজেই বল জালে জড়িয়ে দেন। আচমকা গোল খেয়ে কিছুটা হতভম্ব হয়ে যায় কানাডা। গোটা স্টেডিয়ামও সেই সময় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কানাডার গোলের পর লারিনের উৎসব।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সমতা ফেরানোর সুযোগ পেয়েছিল কানাডা। কিন্তু বসনিয়ার সিড কোলাসিনাচের সৌজন্যে সে যাত্রায় বেঁচে যায় তারা। বাঁদিক থেকে লিয়াম মিলার ঢুকে পড়ে টিয়ান ওলুয়াসেয়িকে পাস দেন। তিনি গোলে শট নিলেও শেষ মুহূর্তে কোলাসিনাচ ক্লিয়ার করতে যান। তাঁর শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। অল্পের জন্য আত্মঘাতী গোল হয়নি। ৭৯ মিনিটে অবশেষে সমতা ফেরায় কানাডা। গোল করেন সাইল লারিন। সতীর্থের সুন্দর ব্যাক ফ্লিক পেয়ে চকিতে ঘুরে গিয়ে গোল করেন তিনি।

# মেসি আবার বিশ্বকাপ জিততে পারে: ডেম্বেলে

**ম্যাসাচুসেটস, ১৩ জুন :** চার বছর আগে, কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে টাইব্রেকারে হেরে টানা দ্বিতীয়বার কাপ জয়ের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল ফরাসিদের। প্রথমবার বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন লিওনেল মেসি। এবারও মেসির হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন উসমান ডেম্বেলে। যিনি কি না, চার বছর আগের ফাইনালে পরাজিত ফরাসি দলের অন্যতম তারকা ছিলেন।

একটা সময় বার্সেলোনায় মেসির সতীর্থ দিলেন ডেম্বেলে। ফরাসি উইঙ্গার এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, অবশ্যই সম্ভব। আরও একবার বিশ্বকাপ জেতার ক্ষমতা মেসির রয়েছে। ও কী করতে পারে বার্সেলোনায় থাকার সময় দেখেছি। ৩৮ বছর বয়সী মেসি আবার ফিটনেস সমস্যা নিয়েই বিশ্বকাপ খেলতে এসেছেন। বয়স বাড়ার সুবাদে তাঁর খেলায় চার বছর আগের সেই তীক্ষ্ণতা নেই বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ডেম্বেলে যদিও বলছেন, মেসির বয়স চার বছর বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আমার দেখা সেরা ফুটবলার ও। ফুটবল দুনিয়া মেসির চেয়ে সেরা আর কাউকে দেখেনি। ও এখনও অবিশ্বাস্য ধরনের বিপজ্জনক। ৩৮ বছর বয়সেও মেসিকে আটকানো ভীষণ কঠিন। এবারও যদি বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স মুখোমুখি হয়, তাহলে কী হবে? ডেম্বেলের জবাব, আমাদের ভীষণ সতর্ক থাকতে হবে। কারণ মেসি একাই ফের বিশ্বকাপ জিতে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

কানাডা ম্যাচে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে থ্রো না করে শাস্তি পেলেন বসনিয়ার সিড কোলাসিনাচ

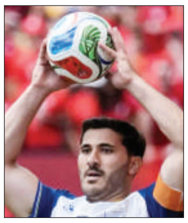

# অচেনা প্রতিপক্ষকে সমীহ জার্মানির

মাঠে নামছে জার্মানি। উদগ্রীব ফুটবল দুনিয়া। কমজোরি প্রতিপক্ষ হলেও জার্মান শিবির যে হালকাভাবে নিচ্ছে না, তা তাদের শরীরী ভাষাতেই স্পষ্ট।

**হিউস্টন, ১৩ জুন :** রবিবার রাতে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে জার্মানি। চারবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানদের প্রতিপক্ষ কুরাসাও। মাত্র দেড় লক্ষ জনসংখ্যার এই দেশ প্রথমবার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলবে। কাগজে-কলমে পিছিয়ে থাকা কুরাসাওকে হালকাভাবে নিতে নারাজ জুলিয়ান নাগেলসম্যান। অচেনা প্রতিপক্ষকে বরং কিছুটা সমীহ করছেন জার্মান কোচ।

শেষ দু'টি বিশ্বকাপ দুঃস্বপ্নের মতোই কেটেছে জার্মানির। ২০১৪ সালে কাপ জেতার পর, ২০১৮ এবং ২০২২ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয়েছিল জার্মানদের। নাগেলসম্যানের গলায় তাই সতর্কের সুর। তিনি বলছেন, বিশ্বকাপে মতো টুর্নামেন্টে কোনও দলই দুর্বল নয়। আর যে কোনও টুর্নামেন্টেরই প্রথম ম্যাচটা প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। একটা খারাপ পারফরম্যান্স মানেই নকআউটে ওঠার রাস্তাটা পথটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাই আত্মতুষ্টির প্রশ্নই নেই। আমরা শুরু থেকেই গোলের জন্য ঝাঁপাব। যাতে প্রথম ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেওয়া যায়।

তবে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করার আগে রক্ষণ নিয়ে কিছুটা হলেও চিন্তায় রয়েছেন জার্মান শিবির। শেষ চারটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে পাঁচ গোল হজম করেছে জার্মানি। ফলে নাগেলসম্যানের বড় ভরসা দুই সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার জোনাথন তাহ ও নিকো স্লটারবেক। রক্ষণ জমাট রাখতে এই দু'জনের উপর বাড়তি ভরসা করছেন জার্মান কোচ। নাগেলসম্যানের জন্য সুখবর, কাফ মাসলের চোট সারিয়ে প্রথম ম্যাচের জন্য ফিট ম্যানুয়েল নয়্যার। ৪০ বছর বয়সি তারকা গোলকিপার অবসর ভেঙে বিশ্বকাপ দলে ফিরেছেন। গোলের জন্য জামাল মুসিয়ালা, কাই হাভার্টজ, ফ্লোরিয়ান উইৎজদের মতো তরুণ তুর্কিরা জার্মান শিবিরের বড় ভরসা। সঙ্গে রয়েছেন অধিনায়ক জোশুয়া কিমিচ। প্রাক্তন জার্মান তারকা ফিলিপ লাম আবার পরামর্শ দিয়েছেন, কিমিচকে রক্ষণের বদলে মাঝমাঠে খেলাতে।

# ডাচ চ্যালেঞ্জের সামনে জাপান

এই দৌড়ই বিশ্বকাপে ধরে রাখতে চান ডাচরা।

**টেক্সাস, ১৩ জুন :** জয় দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। রবিবার রাতে মাঠে নামছে এশিয়ার আরেক দেশ জাপান। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী নেদারল্যান্ডস। কোরিয়ানদের মতো জাপানিরাও কি এশীয় ফুটবলের পতাকা উঁচুতে তুলে রাখতে পারবেন?

প্রথম ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগেই ধাক্কা খেয়েছে জাপানি শিবির। চোটের কারণে শেষ মুহূর্তে বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে গিয়েছেন অধিনায়ক তথা দলের তারকা মিডফিল্ডার ওয়াটারু এনডো। যদিও ইউরোপের ক্লাব ফুটবলে খেলা একঝাঁক ফুটবলার রয়েছে জাপ কোচ হাজিমে মরিয়াসুর হাতে।

ডাচ শিবিরে ভার্জিল ভ্যান ডায়েক, কোডি গাকপো, মেমফিস ডিপে, ফ্যাঙ্কি ডি'জংয়ের মতো অভিজ্ঞ তারকারা রয়েছেন। কোচ রোনাল্ড কোম্যান নিজের বড় মাপের ফুটবলার ছিলেন। তাঁরও ফুটবল দর্শন তারা নির্ভর নয়। তবে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে হার, বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের আগে কিছুটা হলেও চাপে রাখছে নেদারল্যান্ডসকে। অধিনায়ক ভ্যান ডাইক অবশ্য বলছেন, প্রস্তুতি ম্যাচ ও বিশ্বকাপের মধ্যে অনেক ফারাক আছে। এদিকে, রবিবার ভোরে স্কটল্যান্ড মাঠে নামবে হাইতির বিরুদ্ধে। এরপর অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি হবে তুরস্কের।

## বেস ক্যাম্পে পর্তুগাল, রোনাল্ডো বললেন

# আমাদের হাতে অসাধারণ প্রজন্ম

**ফ্লোরিডা, ১৩ জুন :** বিশ্বকাপ খেলতে শনিবারবারই আমেরিকা পৌঁছে গেল পর্তুগাল। ফ্লোরিডার পাম বিচ গার্ডেন্সে বেস ক্যাম্প করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা। আর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে রোনাল্ডোর বার্তা, এই দল নিয়ে তিনি দারুণ আশাবাদী। একই সঙ্গে ভাল ফুটবলের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

লিসবন থেকে রওনা হওয়ার আগে রোনাল্ডো বলেন, অনেক স্বপ্ন এবং আশা নিয়ে আমরা বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছি। প্রস্তুতি ভাল হয়েছে। অনেক পরিশ্রম করেছি। আমি ইতিবাচক। বিশ্বাস করি যে, সব কিছু ঠিকঠাক যাবে এবং আমরা ভাল মানের খেলা উপহার দেব।

দলের তরুণ প্রজন্মের ফুটবলারদেরও প্রশংসা করে রোনাল্ডো আরও বলেছেন, একটা দারুণ প্রজন্ম পেয়েছি আমরা। পর্তুগালের মানুষকে অনেক খুশি এনে দেবে ওরা। আমাদের কাছে প্রধান লক্ষ্য হল প্রথম ম্যাচে ভাল খেলে শুরুটা ভাল করা। এরপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ম্যাচ নিয়ে ভাবতে হবে। গ্রুপের শীর্ষে শেষ করে একটা একটা ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে হবে।

বিশ্বকাপে পর্তুগালের প্রথম ম্যাচ ১৭ জুন। হিউস্টনে ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে। পরের ম্যাচ দু'টি খেলবে উজবেকিস্তান এবং কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে। ৪১ বছর বয়সি রোনাল্ডো ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলতে নামছেন। সিআর সেভেনের বর্ণময় কেরিয়ারে বিশ্বকাপ ট্রফিটা এখনও অধরা। তার উপর দুটো প্রস্তুতি ম্যাচে গোল পাননি। ফলে প্রশ্ন উঠছে তাঁর ফিটনেস এবং ফর্ম নিয়ে। রোনাল্ডো যদিও বলছেন, আমি দারুণ কন্ডিশনে রয়েছি। আপনারা (সাংবাদিকরা) কি আমার ম্যাচগুলো দেখেননি? টুর্নামেন্টে শেষেই দেখা যাবে, আমরা যে লক্ষ্য নিয়ে খেলতে এসেছি, সেটা পূরণ করতে পেরেছি কি না। প্রস্তুতি ম্যাচগুলোতে দাপটের সঙ্গে খেলেছি। প্রথম ম্যাচে যখন বল গড়াবে এবং চাপ বাড়তে শুরু করবে, তখনই আসল চ্যাম্পিয়নদের চেনা যাবে।

### বিশ্বকাপে আজ

**স্কটল্যান্ড বনাম হাইতি**
**(সকাল ৬.৩০, ম্যাসাচুসেটস)**

**অস্ট্রেলিয়া বনাম তুরস্ক**
**(সকাল ৯.৩০, ভ্যাঙ্কুভার)**

**জার্মানি বনাম কুরাসাও**
**(রাত ১০.৩০, হিউস্টন)**

**নেদারল্যান্ডস বনাম জাপান**
**(রাত ১.৩০, টেক্সাস)**

**সরাসরি ইউনাইট ৮ স্পোর্টস**

ফ্লোরিডায় পা রাখলেন রোনাল্ডো। নজর তাঁর দিকেই।

# মাঠে ময়দানে

14 June, 2026 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

## ছবিতে বিশ্বকাপ

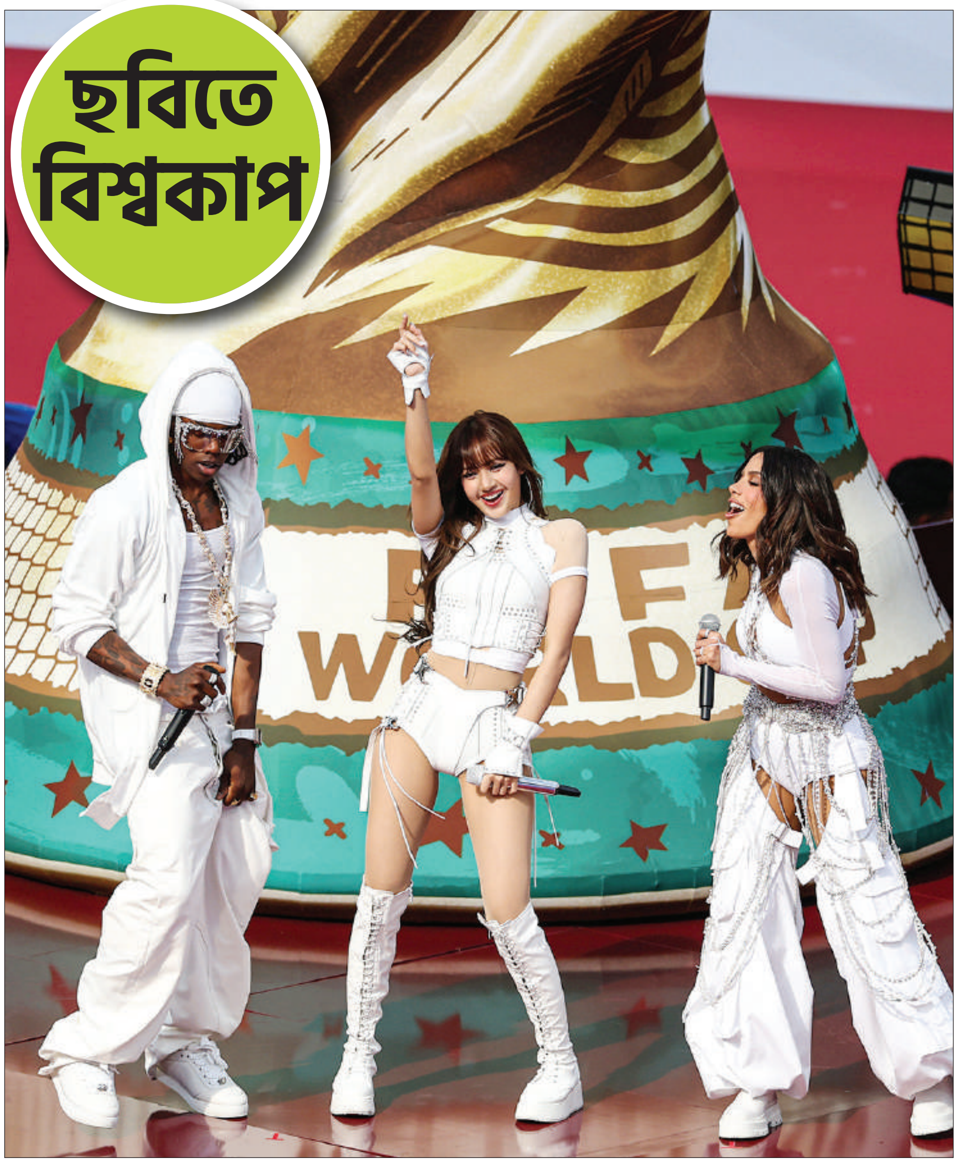

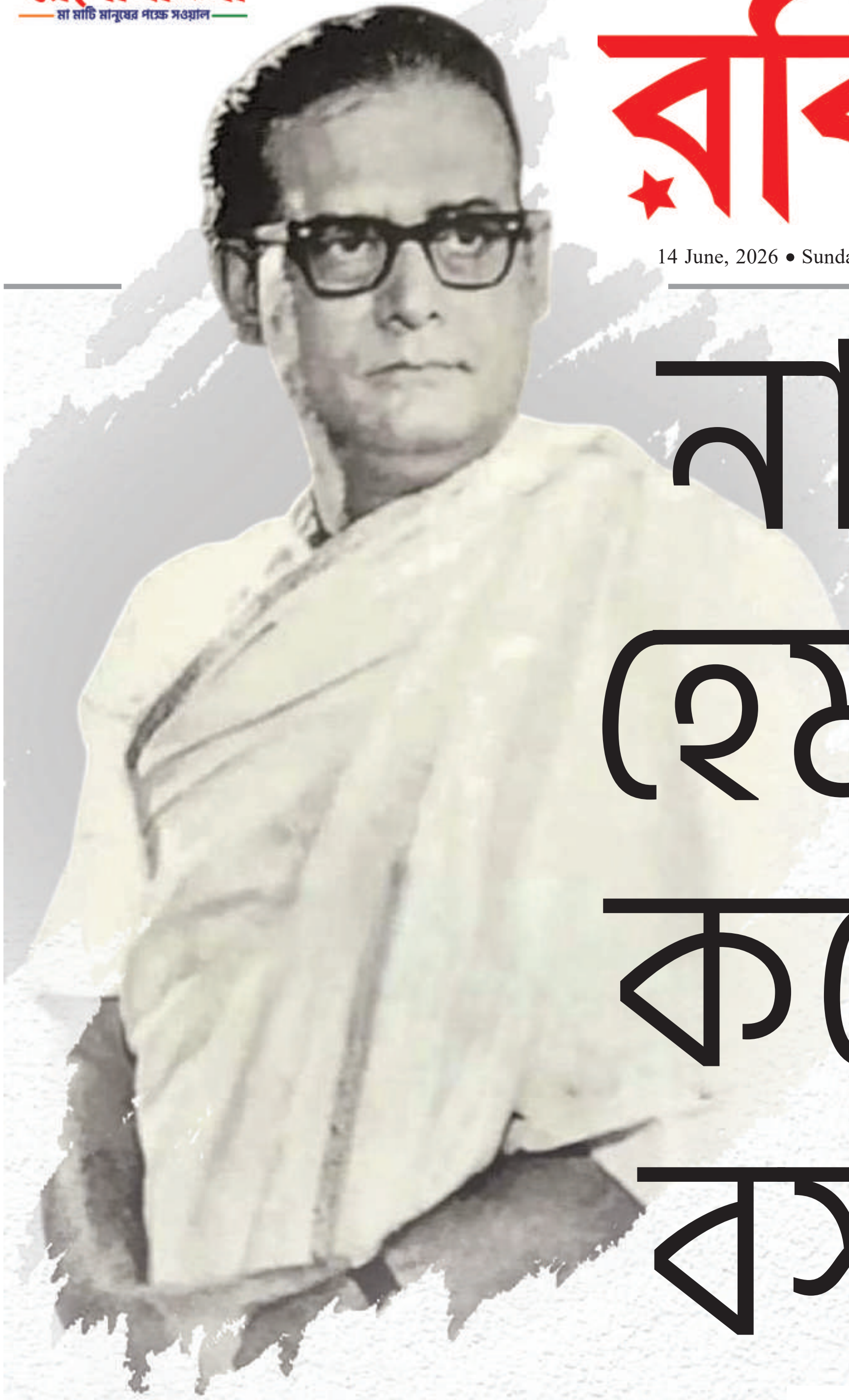

# নামে হেমন্ত কণ্ঠে বসন্ত

ঈশ্বরপ্রদত্ত কণ্ঠের অধিকারী। গানের সূত্রেই পেয়েছেন অমরত্ব। নিজে গেয়েছেন, পাশাপাশি সুরও করেছেন। আছেন বাঙালির মননে, মজ্জায়। তাঁর সুরের ভেলা আজও ভাসিয়ে নিয়ে যায় অগণিত শ্রোতাকে। তিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ১৬ জুন জন্মদিন। তাঁকে স্মরণ করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

## বন্ধুর লেখা গান

সঙ্গীতের প্রথাগত তালিম ছিল না। কণ্ঠটি ছিল ঈশ্বরপ্রদত্ত। রেকর্ডের গান শুনে-শুনে সহজেই তুলে নিতে পারতেন গান। পরিবার ছিল মধ্যবিত্ত। বাড়িতে ছিল না কোনও হারমোনিয়াম। মিত্র ইনস্টিটিউশনের বন্ধু শ্যামসুন্দরের বাড়িতে গিয়ে হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে চেষ্টা করতেন গান গাওয়ার। দীর্ঘদেহী ছিলেন বলে স্কুলে তাঁকে গান গাইতে দেওয়া হত না। মনখারাপ ঘিরে ধরতে তাঁকে। ওই স্কুলের সহপাঠী, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর উৎসাহেই একদিন অডিশন দিলেন অল ইন্ডিয়া রেডিওয়। সেই সময়ে প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন। নির্বাচিত হলেন। চূড়ান্ত আপত্তি ছিল ছিল পরিবারের। অন্যান্য বাধাবিপত্তিও কম ছিল না। তা সত্ত্বেও শেষমেশ রেকর্ডিং হল যথাসময়ে। গাইলেন 'আমার গানেতে এলে নবরূপে চিরন্তনী'। গানটি লিখে দিয়েছিলেন বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই। এইভাবেই বাংলা গানের জগতে আবির্ভাব ঘটেছিল সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের।

## শোনাতেন গল্প

গান গাইলেও, শুরু থেকেই সাহিত্যের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ। দলবল নিয়ে 'কল্যাণ সংঘ' নামে একটি সাহিত্যের আসর গড়ে তুলেছিলেন। লিখতেন গল্প। শোনাতেন বন্ধুদের। পেতেন প্রশংসা। একদিন সাহস করে 'দেশ' পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন গল্প। ছাপাও হয়ে গেল তাঁর প্রথম গল্প 'একটি দিন'। ততদিনে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ঢুকেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে এসে একটা সুবিধা হয়েছিল তাঁর। পেয়েছিলেন গান গাওয়ার বিস্তৃত পরিধি।

পড়াশোনা চলল না বেশিদিন। কয়েকদিন শিখলেন স্টেনোগ্রাফি। অবশেষে একদিন গেলেন শৈলেশ দত্তগুপ্তের কাছে। তিনি তখন কলম্বিয়া ও এইচএমভি স্টুডিও-র বিখ্যাত সুরকার। ১৯৩৭-এর ডিসেম্বরে প্রথম প্রকাশিত হল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক গানের রেকর্ড। বলা যায়, শৈলেশ দত্তগুপ্তের কাছেই প্রকৃত অর্থে গানে হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার উৎসাহ পেয়েছিলেন তাঁর কাছেই। প্রথমে থাকতেন ভবানীপুরে। পরে চলে যান বালিগঞ্জে। ফলে হেমন্তেরও অনেকটা দেরি হয়ে যেত ক্লাসে পৌঁছতে। একদিন দেরির কারণ জানতে চাইলেন শৈলেশবাবু। মাথা নিচু করে হেমন্ত শুধু জানালেন যে, এতটা পথ হেঁটে আসতে সময় লেগে যায়। মুখ ফুটে বলতে পারলেন না আর্থিক সমস্যার কথা। কিন্তু সবই বুঝলেন শৈলেশ দাশগুপ্ত। তারপর থেকে প্রতিদিন হেমন্তকে এক আনা করে দিতেন ট্রামভাড়া বাবদ।

## চল্লিশ টাকায় হারমোনিয়াম

তখনও পর্যন্ত নিজের কোনও হারমোনিয়াম ছিল না। এখানে-ওখানে গিয়ে করতে হত অনুশীলন। দ্বিতীয় রেকর্ডটি বেরোনোর পর চল্লিশ টাকা দিয়ে ঘরে নিয়ে এসেছিলেন নিজের প্রথম হারমোনিয়াম। ক'দিন পরে প্রকাশিত হল তৃতীয় রেকর্ড। আর তারপরই মুখোমুখি হতে হল বাবা কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের। অসন্তোষ প্রকাশ করলেন তিনি। প্রশ্ন তুললেন— পড়াশোনা বন্ধ করে গান গেয়ে জীবন চলতে পারে? কোনও নিশ্চিত ভবিষ্যৎ আছে এই পথের? সংসারে বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারবে কি? জানালেন, পড়াশোনা না করতে চাইলে, অফিসে কিছু একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেবেন তিনি। কিন্তু গান বন্ধ। মা কিরণবালার হস্তক্ষেপে সেই যাত্রায় শান্তিস্থাপিত হয়েছিল। তবে টাল খেয়ে গিয়েছিল দুজনের সম্পর্ক। তখন গান গাইতেন শচীন দেববর্মণ। তিনি রাজপুত্র। পঙ্কজকুমার মল্লিক চাকরি করতেন রেলবিভাগে। এঁদের পাশে হেমন্তর মতো নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা শিল্পীর 'পেশাদার' গায়ক হওয়ার উদাহরণ আর কোথায়? হাত খরচের টাকা জোগাড়ের জন্য কিছুদিন করলেন টিউশনি। ঘুরতে থাকলেন বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানি এবং চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালকদের দোরে দোরে। অবশেষে মিলল ছবিতে একক গান গাওয়ার সুযোগ। রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়, আধুনিক গান নয়, ভক্তিগীতি। ছবির নাম 'নিমাই সন্ন্যাস'। মূল চরিত্রে ছবি বিশ্বাস। তাঁর জন্য গান গাইলেন তিনি। এরপর প্রকাশিত হল প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড। ধীরে ধীরে তিনি আবিষ্কার করলছন নিজস্ব গায়কিয়ানা। বাংলা সঙ্গীতজগতে ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল তাঁর নাম।

(এরপর ১৮ পাতায়)

স্ত্রী বেলা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে

রবিবার
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
14 June, 2026 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

# নামে হেমন্ত কণ্ঠে বসন্ত

(১৭ পাতার পর)

## ট্রেনের কথায় প্রথম সুর

একদিন হেমন্ত তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে ট্রেনে করে ঘুরতে বেড়িয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চলছে নানান বিষয়ে নিয়ে কথাবার্তা চলছে। কিন্তু একসঙ্গে সকলে জোরে চেঁচামেচি করার কারণে কেউই কারও কথা ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছিলেন না। তখন সবাইকে শান্ত করার জন্য হেমন্ত দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন— 'কথা কয়োনাকো শুধু শোনো'। সঙ্গে সঙ্গে অশান্ত পরিবেশ শান্ত হয়ে গেল। সকলে মিলে খুব আনন্দের সঙ্গে মুহূর্তটি উপভোগ করলেন। সেদিনের ট্রেন-যাত্রায় বন্ধু অমিয় বাগচীর মনে গেঁথে গেল হেমন্তের বলা 'কথা কয়োনাকো শুধু শোনো' কথাটা। তখন তিনি কবি হওয়ার পথে হাঁটছিলেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নোটবুকে কথাটা লিখে রাখলেন। পরে এই কথা ধরে আস্ত একটা গান লিখে দেখালেন হেমন্তকে। চমকে উঠলেন হেমন্ত। আরে এ তো সেই ট্রেনের কথা ধরে লেখা! হেমন্তের এতটাই ভাল লাগল যে, তৎক্ষণাৎ তাতে সুর বসালেন এবং স্বকণ্ঠে রেকর্ড করলেন। সেই প্রথম তাঁর গানে সুরসৃষ্টি। ১৯৪৩ সালে হেমন্তকণ্ঠে 'কথা কয়োনাকো শুধু শোনো' ইতিহাস হয়ে আছে। এই গান অভাবনীয় সাফল্য পায়। সেই ১৯৪৩ থেকেই সার্থক সুরস্রষ্টা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বিজয় পথের অধ্যায়ের সূচনা হয়।

## দেশাত্মবোধক গানের রেকর্ড

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা-স্মরণে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'গাও তাহাদের গান' ও 'জয় হোক শুভ দিন' দুটি গানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুর করেন। দেশাত্মবোধক গানের এই রেকর্ডে গলা মিলিয়ে গেয়েছিলেন হেমন্ত-জায়া বেলা মুখোপাধ্যায়, শ্যালিকা আভা মুখোপাধ্যায়, বন্ধু সমরেশ রায় এবং নিজে। সলিল চৌধুরীর কথায় ও সুরে ১৯৪৯ সালে হেমন্তকণ্ঠে বিখ্যাত 'গাঁয়ের বধূ' গানের মিউজিক অর্কেস্ট্রেশনও করেছিলেন স্বয়ং হেমন্ত। সলিল চৌধুরীর সুরে তিনি শ্রোতাদের উপহার দিয়েছেন অসংখ্য গান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালে হেমন্ত নিজের সুরে গেয়েছিলেন 'মাগো ভাবনা কেন' ও 'এ দেশের মাটির পরে'। লিখেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। ১৯৭২ সালে হেমন্তের সুরে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ভক্তিগীতির রেকর্ড। স্বামী সত্যানন্দ রচিত গান 'হরি বলে প্রেমে গলে', 'দুঃখেই যদি বুক ভরে মা', 'প্রভু তুমি আমার গানের মালা', 'চোখের জলে দুটি কথা' হেমন্তকণ্ঠে ভক্তিসাগর প্রাপ্তি। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রথম এলপি রেকর্ড 'নতুন সুরে নতুন গান'। ১২টি গান গেয়েছিলেন। এই রেকর্ডের প্রচ্ছদে সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী শিল্পীর সম্মানে লিখেছিলেন 'নামে হেমন্ত কণ্ঠে বসন্ত'। সজনীকান্ত দাশের 'কে জাগে' শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাটি ১৯৭৮ সালে হেমন্ত সুরে ও কণ্ঠে রেকর্ডবন্দি করেন। ১৯৭৮ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের একগুচ্ছ কবিতায় তিনি সুরারোপ করেন। 'সেদিন বলেছিল এই সেই' হেমন্তকণ্ঠে একটি প্রসিদ্ধ নজরুলগীতি।

## শ্রেষ্ঠ গায়কের জাতীয় পুরস্কার

১৯৫৯ সালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় মুক্তি পেয়েছিল 'নীল আকাশের নিচে'। পরিচালক মৃণাল সেন। অভিনয় করেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, বিকাশ রায় প্রমুখ। এই ছবির স্মরণীয় গান হেমন্তের সুরে ও কণ্ঠে 'ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু' ও 'নীল আকাশের নিচে এই পৃথিবী'। এই বছরে আরও স্মরণীয় গান শোনা যায় 'দীপ জ্বেলে যাই' ছবিতে 'এই রাত তোমার আমার', 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ছবিতে 'পথের ক্লান্তি ভুলে', 'তোমার ভুবনে মাগো'। 'ক্ষণিকের অতিথি' (১৯৫৯) ছবিতে ব্যবহার করেন অতুলপ্রসাদের 'কে তুমি বসে নদী কূলে একেলা' (হেমন্ত)। ১৯৬১ সালে 'সপ্তপদী' ছবিতে শোনা যায় সেই ঐতিহাসিক গান, হেমন্ত ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের দ্বৈতকণ্ঠে 'এই পথ যদি না শেষ হয়'। সেই বছরে ঝড় ওঠে 'দুই ভাই' ছবিতে 'তারে বলে দিও সে যেন আসে না' গানে। ১৯৬৩ সালে 'পলাতক' ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের লোকসুরে 'জীবনপুরের পথিক রে ভাই' অনবদ্য সৃষ্টি। এই ছবিতে শোনা যায় সেই মন কেমন-করা গান রুমা গুহঠাকুরতা ও গীতা দত্তের কণ্ঠে 'মন যে আমার কেমন কেমন করে', 'চিনিতে পারিনি বঁধূ'। ১৯৬৩-র 'বাদশা' ছবিতে হেমন্ত-তনয়া রানু মুখোপাধ্যায়ের প্লেব্যাক 'লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া'। ১৯৬৫ সালে 'আলোর পিপাসা' ছবিতে মেঘদূতের শ্লোকগাথা সুরারোপ ও শুদ্ধকণ্ঠে শোনালেন— 'কশ্চিৎকান্তাবিরহ গুরুণা', 'বিদ্বন্তং ললিতা বণিতা'। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রথমবার শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৭১ সালে নিজের সুরারোপিত 'নিমন্ত্রণ' ছবিতে 'তারা মা মাগো তারা সিংহপৃষ্ঠে ভর করিয়ে' গানটি গাওয়ার সুবাদে। কবিতা কৃষ্ণমূর্তিকে দিয়ে সর্বপ্রথম গান গাইয়েছিলেন তিনিই। ১৯৭৩ সালে 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' ছবিতে। গানটি হল লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত— 'সখী ভাবনা কাহারে বলে'।

## রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সুরারোপ

১৯৭২ সালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 'অনিন্দিতা' ছবিটি পরিচালনা করেন। বলা বাহুল্য সুরকারও তিনি। ছবির নায়ক শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের লিপে নিজে না গেয়ে কিশোর কুমারকে দিয়ে গাইয়েছিলেন 'ওগো নিরুপমা করিও ক্ষমা'। ছবিতে ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে'। গানটি প্রথম শোনা যায় ১৯৩৭ সালে 'মুক্তি' ছবিতে পঙ্কজ মল্লিকের সুরে ও কণ্ঠে। তাঁর অনুমতি নিয়ে হেমন্ত নিজের ছবিতে গানটি ব্যবহার করেন। কিন্তু এই গানের 'সাঁঝের বেলা ভাঁটার স্রোতে' স্তবকটি সুরারোপ করা ছিল না। হেমন্ত 'সাঁঝের বেলা ভাঁটার স্রোতে' স্তবকটি নিজেই সুরারোপ করে 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চারটি কবিতায় সুরারোপ করেছিলেন হেমন্ত। সেই চারটি কবিতা হল 'হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা', 'শুকতারার প্রথম প্রদীপ হাতে', 'বাদল বেলায় গৃহকোণে', 'পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ যবে'। বাংলার পাশাপাশি গান গেয়েছেন এবং সুরারোপ করেছেন হিন্দি-সহ বিভিন্ন ভাষার চলচ্চিত্রে। তাঁর সুর বয়ে যেত সমতলের নদীর মতো। সহজ-সরল ভাবে। ছুঁয়ে যেত মন।

সলিল চৌধুরীর সঙ্গে

উত্তমকুমারের সঙ্গে

## দেবীং দুর্গতিহারিণীম

'জাগো তুমি জাগো' গানটি দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে পরিচিত। আকাশবাণীর 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানে এই গানটি কিন্তু আগে গাইতেন হেমন্ত। ১৯৪০ থেকে একটানা ১১ বছর ধরে তিনিই গেয়েছিলেন এই গান। শোনা যায়, ১৯৪৪ সালে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনও কারণে মনোমালিন্যের জন্য মহালয়া থেকে সরে দাঁড়ান পঙ্কজকুমার মল্লিক। সেই বছর 'মহিষাসুরমর্দিনী' সুরারোপ ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন হেমন্ত। তখন তিনি ২৪ বছরের তরুণ! প্রতি বছরই চার-পাঁচটি নতুন নতুন গান 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানে শোনা যেত। কোনও কোনও গান আবার স্থায়ীভাবে থেকে যেত। শিল্পী নির্বাচনেও হত রদবদল। ১৯৪৫ সালে পঙ্কজকুমার মল্লিক আবার ফিরে আসেন। আর হেমন্তের সুর করা কোন গানগুলি যে থেকে গেল, তা কেউ জানে না। ১৯৭৬ সালে 'মহিষাসুরমর্দিনী'র পরিবর্তে আসে নতুন মহালয়া 'দেবীং দুর্গতিহারিণীম'। এই নতুন মহালয়ায় সুরারোপ ও সঙ্গীত পরিচালনা করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ভাষ্যপাঠে অনেকের সঙ্গে উত্তমকুমারও ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে হেমন্ত অপূর্ব সুরসৃষ্টি করেছিলেন। গানগুলি লিখেছিলেন শ্যামল গুপ্ত।

কিশোরকুমারের সঙ্গে

## আগের মতোই প্রাসঙ্গিক

নিউ থিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠাতা বীরেন্দ্রনাথ সরকার বলতেন, গানই হল ভারতীয় চলচ্চিত্রের আসল প্রাণ। গান ভালো হলে, দর্শকরা বারবার ফিরে আসবেন সিনেমা দেখতে। এই কথাটি চিরকাল মেনে এসেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তাঁর কাছে ছবির অলংকার, আত্মা ছিল গান। সিনেমা কিছুদিন পরে চলে যাবে প্রেক্ষাগৃহ থেকে, থেকে যাবে গান। যুগ বদলেছে, বিনোদন এখন হাতের মুঠোয়। গান শুধু আর শোনার নয়, দেখারও। তা সত্ত্বেও কেউ ছিনিয়ে নিতে পারেনি অসামান্য গায়ক-সুরকারের স্থান। গানের সূত্রেই অমরত্ব পেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন ধরনের গান গেয়েছেন, সুর করেছেন। প্রায় চার দশক হল তিনি নেই। তবু আছেন বাঙালির মননে, মজ্জায়। তাঁর সুরের ভেলা আজও ভাসিয়ে নিয়ে যায় অগণিত শ্রোতাকে। আগের মতোই প্রাসঙ্গিক তিনি। আজও তাঁর গান সুখের সঙ্গী, দুঃখের সঙ্গী। এককথায় তিনি বাঙালির মনের মতো।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

১৯
১৪ জুন
২০২৬
রবিবার

14 June, 2026 • Sunday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

গম্ভীরা নাচ

রাঢ় অঞ্চল থেকে উত্তরবঙ্গে লোকনাচ হল প্রাচীন ঐতিহ্য ও লোক সংস্কৃতির ধারক-বাহক। আমাদের গ্রামীণ সমাজ, ধর্ম, জীবনযাপন, জীবনধারণের শিল্প রূপ। লোকনৃত্যে লুকিয়ে মাটির গন্ধ এবং গ্রামজীবনের লৌকিকতার গভীর আবেগ। লিখলেন **অনির্বাণ ঘোষ**

# লোকনাচের ইতিকথা

গম্ভীরা নাচের মুখোশ

বাংলার লোকনৃত্য নানা রঙে রঙিন। লোকনাচ অঞ্চল বিশেষে প্রকৃতিগত ভাবে যেমন বদলায় রং, তেমনই বদলায় ভাষামাধুর্য, পোশাক, রীতিনীতি, লোকাচার এবং সংস্কৃতি। এই আঞ্চলিক ভেদাভেদ থাকলেও আনন্দ-উচ্ছাসের বহিঃপ্রকাশে কোনও ফারাক দেখা যায় না। সেই দলবদ্ধ উন্মাদনা একে অপরে বেঁধে রাখে কোনও এক অদৃশ্য সুতোয়। বাংলার লোকনৃত্য তার গ্রামীণ জীবন, কৃষি, ধর্ম ও সংস্কৃতির আঞ্চলিক রূপ। যা মূলত লোকউৎসব ও ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। নৃত্য, শিল্পের এমন একটি শাখা, যা খুব সম্ভবত প্রাচীনতম। প্রাচীন জনপদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে নাচ প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে বহুবার। লোকসংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়া এই নৃত্যকলাই হল লোকনৃত্য। লোকনাচ নৃত্যশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে তা শাস্ত্রীয় বা ক্লাসিক্যাল নাচের থেকে কিছুটা আলাদা। লোকনৃত্য ছন্দ ও ভঙ্গিমার কঠিন নীতি খুব একটা অনুসরণ করে না। শাস্ত্রীয় নৃত্যের তুলনায় লোকনাচে সংযম ও ছন্দের অভাব রয়েছে, কারণ এতে মুদ্রার ব্যবহার খুব একটা নেই। লোকনৃত্যের গতি, ছন্দ, অঙ্গকৌশল অনেকটা বাস্তব জীবনের কাছাকাছি। শাস্ত্রীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে পোশাক ও সাজসজ্জা অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু লোকনাচের ক্ষেত্রে পোশাক তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। একেকটা অঞ্চলের আঞ্চলিক পোশাক সেখানকার লোকনৃত্যকে প্রভাবিত করে। লোকনাচ দলবদ্ধভাবেই পরিবেশিত হয়। কারণ তাদের দৈনন্দিন জীবনের গতিময় দলবদ্ধ আচরণই লোকনৃত্যের প্রধান অনুপ্রেরণা। বাংলার পল্লীজীবনকে ভীষণভাবে সমৃদ্ধ করেছে এই লোকনৃত্য। অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন লোকনৃত্যের মধ্যে কিছু জনপ্রিয় নাচ হল ছৌ, গম্ভীরা, রায়বেঁশে, ঝুমুর, ভাদু, দাসাই প্রভৃতি।

### ছন্দময় ছৌ

ছৌ নাচের আদি উৎপত্তিস্থল পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা। ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িষাতেও এই নাচ খুবই জনপ্রিয়। এই নাচ আসলে আদিবাসীদের যুদ্ধনৃত্য। অঞ্চলভেদে ছৌ নাচের তিনটি ভাগ রয়েছে। পুরুলিয়া ছৌ, সরাইকেল্লা ছৌ ও ময়ূরভঞ্জ ছৌ। ঝাড়খণ্ডে সরাইকেল্লা ছৌ, ওড়িশাতে ময়ূরভঞ্জ এবং বাংলার পুরুলিয়াতে পুরুলিয়া ছৌ। এই নাচ বিশেষভাবে পরিচিত এর মুখোশের ব্যবহারে। তবে সরাইকেল্লা ও পুরুলিয়া ছৌতে মুখোশ ব্যবহার হলেও ময়ূরভঞ্জ ছৌতে তার ব্যবহার নেই।

মনে করা হয় তিব্বতি সংস্কৃতির ছামনৃত্য থেকে ছৌ নাচ নামটি এসেছে। আবার আরেক মতে, মুখোশ থেকে এই নাচের নামকরণ হয়েছে ছৌ।

ছৌ নাচ বিষয়গতভাবে মহাকাব্যিক। এই নাচে রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন উপাখ্যান অভিনয় করে দেখানো হয়। কখনও কখনও অন্যান্য পৌরাণিক গল্পও অভিনীত হয়। ছৌ নাচের মূল রস হল বীর ও রুদ্র। নাচের শেষে দুষ্টের দমন ও ধর্মের জয় দেখানো হয়। গ্রামাঞ্চলে এই নাচের আসর কোনও মঞ্চে হয় না, খোলা মাঠেই আসর বসে, লোকজন চারিদিকে জড়ো হয়ে নাচ দেখে। নাচের শুরু হয় ঢাকের বাজনার সঙ্গে। এরপর একজন গায়ক গণেশের বন্দনা করেন। গান শেষ হলে বাদ্যকারেরা বাজনা বাজাতে বাজাতে নাচের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। প্রথমে গণেশরূপী নর্তক নাচ শুরু করেন। এরপর একে একে অন্যান্য দেবতা, অসুর, পশু ও পাখির বেশধারী নর্তকেরা নাচের আসরে প্রবেশ করেন। ছৌ নাচে মুখে মুখোশ থাকার ফলে মুখের অভিব্যক্তি বোঝা যায় না বলে শিল্পীরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন ও সঙ্কোচন - প্রসারণের মধ্য দিয়ে চরিত্রের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকেন। বাজনার তালে হাত ও পায়ের সঞ্চালনকে চাল বলা হয়ে থাকে।

(এরপর ২০ পাতায়)

ছৌ নাচ

২০
১৪ জুন ২০২৬
রবিবার

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

# রবিবার

14 June, 2026 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

ভাদু নাচ

# লোকনাচের ইতিকথা

(১৯ পাতার পর)

ছৌ নাচে দেবচাল, বীরচাল, রাক্ষসচাল, পশুচাল প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের চাল রয়েছে। চালগুলি ডেগা, ফন্দি, উড়ামালট, উলফা, বাঁহি মলকা, মাটি দলখা প্রভৃতি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ছৌ এর মুখোশগুলি খুব আকর্ষণীয়। মূলত পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি থানার চড়িদা গ্রামের চল্লিশটি সূত্রধর পরিবার এবং জয়পুর থানার ডুমুরডি গ্রামের পাঁচটি পরিবার ছৌ নাচের মুখোশ তৈরি করেন।

## গুরুগম্ভীর গম্ভীরা

বাংলার আরেক তাৎপর্যপূর্ণ লোকনৃত্য হল গম্ভীরা। এটি মূলত পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার একটি ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন লোকনৃত্য। শিবের বন্দনা ও চৈত্র সংক্রান্তির গম্ভীরা পূজাকে উপলক্ষ করেই উৎপত্তি হয়েছিল এই নাচের। এতে সামাজিক সমস্যা, ও পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে হাস্যরসেরও কিছুটা মেলবন্ধন থাকে।

ছৌ নাচের মতো গম্ভীরা নৃত্যেও প্রধান আকর্ষণ বিভিন্ন পৌরাণিক ও কাল্পনিক চরিত্রের মুখোশ। নিম, ডুমুর কাঠ বা মাটি দিয়ে স্থানীয় সূত্রধর সম্প্রদায় এই মুখোশ তৈরি করেন। সারা বছর ধরে এই ধরনের মুখোশগুলি স্থানীয় মন্দিরে মূলত শিব বা কালীমূর্তির পাশে রেখেই পুজো করা হয়। বিশেষত গাজন উপলক্ষে, চৈত্র মাস থেকে শুরু করে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত, একটি নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে এই মুখোশগুলি নিষ্ঠাভরে পুজোর পরেই মন্দির থেকে বার করে নাচের জন্য ব্যবহৃত হয়।

এই নাচের সাথে মূলত ঢোল, কাঁসি, বাঁশি ও ডাঁকা বাজানো হয়।

নাচের শুরুতে 'বুড়ো' ও 'বুড়ি' নামক দুটি বিশেষ চরিত্র প্রবেশ করে। এরপর নরসিংহী, চামুণ্ডা, কালী, রাবণ প্রভৃতি দেব-দেবী ও রাক্ষসের মুখোশ পরে শিল্পীরা নাচ পরিবেশনা করেন। এই নাচের একটা বৈশিষ্ট্য, শুধুমাত্র পুরুষরাই অংশগ্রহণ করেন।

আনুমানিক ১২০০-১৫০০ শতাব্দীর পালযুগের সমসাময়িক প্রাচীন লোকনৃত্য এই গম্ভীরা। চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর ডায়রিতেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে মালদা জেলায় ইংরেজবাজার, চাঁচল, বামনগোলা, বাচামারি, আইহো, ভূতনি, হবিবপুর, গাজোল, মধুঘাট সহ বিভিন্ন জায়গায় গম্ভীরা লোকনৃত্য দেখা যায়।

রায়বেঁশে নাচ

দাসাই নাচ

## রাজকীয় রায়বেঁশে

বাংলার লোকসংস্কৃতির এক ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন রায়বেঁশে নাচ। রায়বেঁশে নাচের কথা উঠলে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত লাইনগুলি প্রথমেই মনে আসে— "শ্যালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে/ আলাপ যখন উঠল জমে/ রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে/ মাথায় মারলে গাঁট্টা"।

'রায়' শব্দের অর্থ রাজকীয় এবং 'বেঁশে' কথাটি আসলে বংশ বা বাঁশ থেকে এসেছে। অতএব রায়বাঁশ থেকে রায়বেঁশে কথাটি এসেছে বলে মনে করা হয়। অবশ্য একাংশের মতে রাইবেশ অর্থাৎ নারী বেশ বা সাজ থেকে এই রায়বেঁশে নাচ কথাটির উৎপত্তি। আসলে রায়বেঁশের নর্তকরা ঘাঘরা ও পায়ে ঘুঙুর পরত বলেই হয়তো নারীর বেশভূষার সঙ্গে তুলনা করা হত।

রায়বেঁশে নাচ বাংলার নিজস্ব এক প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী মার্শাল আর্ট বা রণনৃত্য, যা প্রধানত পুরুষদের দ্বারা পরিবেশিত হয়। শারীরিক কসরত, ক্ষিপ্রতা এবং বর্শা বা বাঁশের লাঠি ব্যবহারের মাধ্যমে এই নাচ পরিবেশন করা হয়। একসময় বাংলার রাজা ও জমিদারদের দেহরক্ষী এবং পাইক-বরকন্দাজরা তাদের শারীরিক সক্ষমতা ও যুদ্ধের কৌশল প্রদর্শনের জন্য এই নৃত্যের চর্চা করতেন। ব্রিটিশ আমলে এই নাচ প্রায় বিলুপ্তির পথে চলে যায়। পরবর্তীতে ১৯৩১ সালে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ব্রতচারীর প্রতিষ্ঠাতা গুরুসদয় দত্ত এই নাচকে আবার জনসমক্ষে নিয়ে আসেন এবং একে জনপ্রিয় করে তোলেন।

রায়বেঁশে নাচও কেবল পুরুষদের দ্বারাই পরিবেশিত হয়। বলিষ্ঠ শারীরিক ভঙ্গি, লাফ দেওয়া, এবং বর্শার কসরত এই নাচের প্রধান আকর্ষণ। মাদল, ঢোল, কাঁসির সঙ্গতে এবং কখনও কখনও রণপা-র তালে তালে এই নাচটি পরিবেশিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় এই নাচের মূল চর্চা দেখা যায়। বিশেষ করে বীরভূমের চারকোল গ্রামটিকে 'রাইবেঁশে গ্রাম' বলা হয়ে থাকে।

## ঘুঙুরের ঝুমুর ঝুমুর

বাংলার লোকনৃত্যগুলির মধ্যে আরেকটি অন্যতম জনপ্রিয় নাচ ঝুমুর।

নৃত্যশিল্পীদের পায়ের ঘুঙুরের 'ঝুমুর ঝুমুর' শব্দ অথবা কপালে পরা 'ঝুমার' নামক অলংকার থেকে এই নাচের নামকরণ হয়েছে বলে মনে করা হয়।

আসামের চা-বাগান শ্রমিকদের সংস্কৃতির সঙ্গে এটি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হলেও, ছোটনাগপুর অঞ্চলের স্থানীয় জনগোষ্ঠী থেকে এই নাচের উৎপত্তি। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ আমলে এই নাচের বিস্তার ঘটে। মূলত পশ্চিমবঙ্গ, এবং তার লাগোয়া ওড়িশা ও বিহারে ঝুমুর একটি অত্যন্ত ঐতিহ্যশালী নাচ। সাধারণত ফসল কাটা ও ঋতু পরিবর্তনের উৎসবকে ঘিরেই এই ঝুমুর নাচ পরিবেশিত হয়।

বহুযুগ আগে ঝুমুর গান মুখে মুখে গাওয়া হত। চৈতন্য পরবর্তী যুগে ঝুমুর গানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা এবং বৈষ্ণব পদাবলির প্রভাব যুক্ত হয়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়াতে একসময় 'নাচনি' ও 'কীর্তনীয়া' শিল্পীদের মাধ্যমে ঝুমুর নাচ পেশাদার হয়ে ওঠে। সাধারণত দলবদ্ধভাবে গোল করে ঘুরে এই নাচ পরিবেশিত হয়। নাচের প্রধান বিষয় হল প্রকৃতি এবং গ্রামীণ জীবনযাত্রা।

বর্তমানে শুধু ওই গ্রামের জীবনেই আটকে নেই ঝুমুর,শহরেও বিভিন্ন বিয়ে বা নানান উৎসবে ঝুমুর নাচের চল বাড়ছে।

## ভাদরের ভাদু

'ভাদর মাসে ভাদু পুজা, ভাদু গানের ঘটা'। বিশেষ করে রাঢ় বাংলার অন্যতম উৎসব ভাদু পুজো, যাকে কেন্দ্র করেই এই ভাদু নাচের প্রচলন হয়ে এসেছে।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে এটি একটি ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য ও উৎসব। ভাদ্র মাসের প্রথম দিন থেকে শুরু করে সংক্রান্তি পর্যন্ত এই নাচ-গানের মাধ্যমে গ্রামের নারীরা ভাদু দেবীর আরাধনা করেন।

কোনও কুমার বা কিশোরী সেজে কোমরে ভাদু পুতুল বা মাটির মূর্তি নিয়ে মেয়েরা দলবেঁধে নাচে। সাধারণত ঢোল, মাদল ও করতাল বাজিয়ে ভাদু গানের ছন্দে ছন্দে বৃত্তাকারে এই নাচ পরিবেশিত হয়। নাচের সাথে সাথে সুর করে ভাদু গান গাওয়া হয়। এই গানগুলোতে সাধারণ গৃহস্থের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ এবং সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় উঠে আসে।

ভাদু নাচের একটি ইতিহাসও রয়েছে। কথিত আছে যে পুরুলিয়ার কাশীপুরের পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহদেবের কন্যা ছিলেন ভাদ্রেশ্বরী। সেখান থেকেই ভাদু। লোক মুখে প্রচলিত গল্পটা এমনই, যে কাশীপুরের রাজকন্যা ভাদ্রেশ্বরীর বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু তার বর বিয়ে করতে আসার পথে ডাকাতদের আক্রমনে মারা যান। সেই শোকে ভাদু আত্মঘাতী হন। ভাদুর স্মৃতিকে ধরে রাখতেই কাশীপুরের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যবাসী এই ভাদুর শুরু করেন।

## প্রতিবাদের দাসাই

আমাদের শারদীয়া উৎসবের সময় সাঁওতালি সমাজে নাচের মধ্যে দিয়ে দুর্গা খোঁজার এক পরব চলে। এ দুর্গা কোনও নারী নয়। ওদের দুর্গা হলো এক শক্তিশালী পুরুষ। আদিবাসীদের কাছে দাসাই হলো এক যুদ্ধনৃত্য। কিন্তু এই নাচ আনন্দের নয়, বরং দুঃখের। ঐতিহাসিকভাবে, আর্যদের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে এই নাচের উৎপত্তি। এই নাচে অংশগ্রহণকারী পুরুষ ও কিশোরেরা মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী শাড়ি পরেন। মাথায় লম্বা কাপড়ের ফেট্টি বেঁধে তাতে ময়ূরের পালক ও কাগজের ফুল গুঁজে রাখে। এর পাশাপাশি কানে কানপাশা, গলায় হার, পায়ে ঘুঙুর এবং হাতে ময়ূরের পালক নিয়ে তাঁরা নাচতে নাচতে গ্রামের প্রতিটা বাড়ি ঘুরে খুঁজে বেড়ায় তাদের পৌরানিক রাজা বা দেবতা 'হুদুর দুর্গা'কে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা, বীরভূম, বর্ধমান জেলার আসানসোলে এই দাসাই নাচ খুব জনপ্রিয়। নাচের সময় চাল, ডাল, টাকা তুলে খিচুড়ি রান্না করে সকলকে খাওয়ানো হয়। কথিত আছে, আয়নম এবং কাজল নামে দুই আদিবাসী রমণীকে আর্যরা অপহরণ করলে তাঁদের খোঁজে যান অনার্যদের শক্তিশালী পুরুষ দুর্গা। তার পর দুর্যোগের শুরু হয়। দুর্গা অবশ্য আর ফিরে আসেননি। তাই আজও দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে দাসাই নাচের মাধ্যমে সেই 'দুর্গা'কে তাঁরা খুঁজে চলেন।

ঝুমুর নাচ